নীতিসার।

প্রথম পাঠ।

১। সংসারে এমন স্থান নয় যে ইহাতে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে চলিতে পারে। বহু বিষয়ে আমাদিগকে অন্যসাহায্য অপেক্ষা করিতে হয়। যখন অন্যসাহায্য অপেক্ষা করিতে হইল, তখন অন্যে সাহায্য চাহিলে তাহাকে সাহায্য দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যের সাহায্যদানে বিমুখ হইলে তোমার সময়ে অন্যে সাহায্য করিবে কেন। তুমি অন্যের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে, অন্যেও তোমার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবে। ঈশ্বর মানুষকে আত্মম্ভরি করেন নাই। যে কেবল আপনার হইলেই হইল এইরূপ ভাবে, সে কখন সুখী হয় না। সকল লোকে তাহাকে ঘৃণা করে।

২। অবসর পাইলেই পরের উপকার করিবে। ক্ষমতাসত্ত্বে যে পরোপকারসাধনে পরাঙ্মুখ হয়, সে অতি জঘন্য

৩। যে ব্যক্তির চিত্ত অতি সরল ও উদার, সেই মহাত্মা অন্যের সুখে সুখী হন।

৪। কাহারও উপকার করিয়া মুখে কখন বলিও না, আমি অমুকের উপকার করিয়াছি। যাহারা এপ্রকার বলে তাহারা অতি অসার লোক।

৫। কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে সে বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিবে কি না, ভালরূপে বিবেচনা কর, পশ্চাৎ প্রতিজ্ঞা করিবে। প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিপালন করিতে না পারিলে কাপুরুষতা প্রকাশ হয়।

৬। আলস্য, পাপ ও দুঃখের প্রসূতিস্বরূপ। অলস লোকেরাই প্রায় পাপকর্ম্মে রত হয় এবং চিরকাল দুঃখ ভোগ করে।

৭। পরিচ্ছন্ন থাকিলে মনের স্ফূর্ত্তি ও শরীরের সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়। শরীরের ও মনের এরূপ সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট আছে যে মনোগ্লানি হইলেই শরীরের গ্লানি হয়। শরীর পরিচ্ছন্ন ও পরিচ্ছদ পরিষ্কৃত না থাকিলে মনে অত্যন্ত অসুখ জন্মে। চিত্ত প্রসন্ন না থাকিলেই পীড়া হয়। অতএব সদা শরীর পরিচ্ছন্ন ও পরিচ্ছদ পরিষ্কৃত রাখা উচিত।

৮। যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বিজ্ঞ লোকে অনুরাগ ও আদর করেন, তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। বিজ্ঞ লোকে গৌরব করিলেই গুণের যথার্থ গৌরব ও আত্মকৃত কর্ম্মের সৌরভ হয়। এক বিজ্ঞ ব্যক্তির একটী প্রশংসাবাক্য সহস্র অ-জ্ঞের সহস্র প্রশংসাবাক্য অপেক্ষাও গুরুতর। অজ্ঞের কৃত প্রশংসাবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া যাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তির গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইতে পার, সেই চেষ্টা কর।

৯। বাল্যকালে যে অভ্যাস হয়, সেই অভ্যাস প্রায় যাবজ্জীবন থাকে। অতএব শৈশবসময়ে যত্ন পাইয়া ভাল অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। মন্দ অ-ভ্যাস করিলে চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়।

দ্বিতীয় পাঠ।

১। দীনহীনের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দয়ার সমান গুণ নাই। কিন্তু বিবেচনা সহকারে দয়া প্রদর্শন করা উচিত; অন্যথা নিন্দনীয় হইতে হয়। দয়াই কি আর অন্য গুণই বা কি, ন্যায়ানুগত না হইলে দোষের নিমিত্ত হয়।

অনেকে দয়ার নিতান্ত বশীভূত হইয়া পাত্রা পাত্র বিবেচনা না করিয়া দান করিয়া থাকেন। সেরূপ করা অতিমন্দ। দানকালে পাত্রাপাত্র বিবেচনা না থাকিলে যাহারা কোন রূপে দয়ার পাত্র নহে তাহারাও প্রতারণা করিয়া অর্থ হরণ করিতে পারে এবং আপনার অবিবেচকতা প্রকাশ হয়। অপর, বিবেচনাশূন্য হইয়া সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলা বিধেয় নহে। সেরূপ করিয়া দরিদ্র হইলে শেষ আপনাকে সপরিবারে কষ্ট পাইতে হয়। আপনার বুদ্ধির ভ্রমে পরিবারকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করা অতি গর্হিত কর্ম্ম।

২। যখন কোন ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখিত অথবা শোকগ্রস্ত হয় তখন তাহার দুঃখে দুঃখিত হইলে এবং তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিলে তাহার দুঃখের অনেক লাঘব হয়। এই নিমিত্ত শোকার্ত্ত ও দুঃখিত ব্যক্তির শোকের ও দুঃখের সময়ে বান্ধবগণ বিবিধ আশ্বাসন বাক্যে তাহাকে প্রবোধ দিয়া থাকেন এবং আপনাদিগের কাতরভাব প্রদর্শন করেন। কিন্তু যে জন দুঃখিত ব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিয়া ও তাহার দুঃখবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া

..এ তোমার যেমন বেদনা অনুভব হয়, একটী বাক্‌শক্তিহীন পশুকে প্রহার করিলেও তাহার তেমনি যন্ত্রণা অনুভব হয়। বিশেষের মধ্যে এই তোমার বাক্‌শক্তি আছে তুমি বাক্য দ্বারা আপন কাতরতা প্রকাশ কর; পশুর বাকশক্তি নাই সে আর্ত্তনাদদ্বারা আপনার কাতরভাব প্রকাশ করে। আত্মদৃষ্টান্তে পরপীড়া হইতে নিবৃত্ত হওয়াই উচিত।

..। তোমরা কখন পরের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে না। আপনার কি কি দোষ আছে অন্বেষণ করিয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা কর। অ-.. লোকেরা পরদোষদর্শনকালে দিব্যচক্ষু হয়; কিন্তু স্বদোষদর্শনকালে অন্ধ হইয়া যায়।

৮। ধর্ম্মপথে থাকিলে লোকে চিরকাল সুখে ক্ষেপণ করিতে পারে। অধর্ম্মপথের পথিক হইয়া কেহ কখন চিরসুখী হইতে পারে না। অধার্ম্মিক লোকের আপাততঃ শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে শ্রী চিরকাল থাকে না। অত্যল্প কালেই তাহাকে সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব তোমার যদি চিরসুখী হইবার বাসনা থাকে

দুঃখিত না হয় অথবা উপহাস করে সে অতি
পামর। তাদৃশ ব্যবহারে দুঃখিত ব্যক্তি মর্ম্মান্তি
বেদনা পায়। অতএব অন্যে যখন তোমার নি
কটে দুঃখের কথা ব্যক্ত করিবে তখন তুমি তা
হার বাক্য উপেক্ষা না করিয়া স্থিরচিত্তে শ্রবণ
করিবে এবং তাহার অবস্থোচিত আশ্বাসন
প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করিবে।

৩। অন্যের সৌভাগ্যের উদয় হইলে যে ব্যক্তি
আন্তরিক আনন্দ জন্মে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ মহা
শয় লোক। আর যে ব্যক্তি তাহাতে কাতর হয়
অতি ক্ষুদ্রাশয়।

৪। অন্যকে কষ্ট দিয়া আমোদ করা অতি অ
র্ত্তব্য কর্ম্ম। আপনার কৌতুকের নিমিত্ত
ব্যক্তি অন্য জীবকে কষ্ট দেয় অথবা অন্য জীবে
হিংসা করে সে অতি নিষ্ঠুর। কোন কোন বাল
কের এরূপ গর্হিত স্বভাব আছে, তাহারা কীট
পতঙ্গ অথবা পশু, পক্ষী দেখিলেই তাহাদিগকে
যন্ত্রণা দিয়া আমোদ করে। সেরূপ করা
অতি অন্যায়। জীবমাত্রেই সমানরূপে বেদ-
না অনুভব করে। তোমার শরীরে প্রহার করি

অধর্ম্মপথ পরিত্যাগ কর। বিপথগামী হইলে পরিণামে বিপদে পড়িতে হইবে।

৭। যে ব্যক্তি পরিমিতব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে কখন দুঃখ পায় না। মিতব্যয়িতা ভিন্ন ধনী হইবার উপায়ান্তর নাই।

৮। শত্রুকেও কুপ্রবৃত্তি ও কুপরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

তৃতীয় পাঠ।

১। পড়া শুনা করিলেই পাণ্ডিত্য জন্মে। পড়া শুনা ব্যতিরেকে মূর্খতা দূর হয় না। যে ব্যক্তি বিদ্যারসে বঞ্চিত, সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তির পদে পদে প্রমাদ ঘটে। মূর্খের পর গালি আর নাই।

২। যদি নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক থাকিবার অভিলাষ থাকে, লোভ পরিত্যাগ কর। লোভই পাপের কারণ। লোভী ব্যক্তি পাপের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

৩। অশ্লীল বাক্য মুখে উচ্চারণ করা উচিত নয়। তাহাতে জ্ঞানের অল্পতা প্রকাশ পায়। যে

অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করে, ভদ্র লোকে তাহাকে অজ্ঞ ও অভদ্র বলিয়া ঘৃণা করেন।

৪। অনেকের এরূপ স্বভাব আছে, সৌভাগ্য হইলে গর্ব্বিত হইয়া উঠে। তাহাতে কেবল চিত্তের লঘুতা প্রকাশ হয়। সৌভাগ্যের সময়ে নম্র ও বিনীত হইয়া সকলের নিকটে অমায়িকভাব প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সর্ব্বত্র যশস্বী হওয়া যায়। অন্যথা হতাদর হইতে হয়।

৫। অন্যের সুখসমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া কখন হিংসা করিবে না। হিংস্র হইলে সদা অসুখী হইতে হয়। অন্যের সুখ দেখিয়া সদা অসুখী হওয়া ইহার পর নির্ব্বুদ্ধিতা আর কি আছে।

৬। তুমি কখন দরিদ্র ব্যক্তির অবমাননা করিবে না; দরিদ্র ব্যক্তি দয়ার পাত্র, অবমাননার পাত্র নহে। দরিদ্র ব্যক্তি যে দুর্ব্বহ দারিদ্র্যভার বহন করে, তাহাই তাহার যথেষ্ট কষ্টের হেতু হইয়াছে, তাহাকে অবমাননা করিয়া আরো অধিক দুঃখ দেওয়া নৃশংসের কর্ম্ম।

৭। কর্ত্তব্য কর্ম্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন কর। কর্ত্তব্য কর্ম্মে উপেক্ষা করিলে সেই উপেক্ষা দোষের অবশ্যই ফলভোগ করিতে হয়।

৮। এক মুহূর্তের কথা বলা যায় না; শরীর ক্ষণ ধ্বংসী; কখন্ আছে কখন্ নাই। অতএব এক পলও আলস্যে, অথবা বিফল কর্ম্মে যাপন করা উচিত নহে।

৯। মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া কেহই অজর ও অমর হয় না। আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরেই হউক, অবশ্যই মৃত্যু হইবে। অতএব দিন কত কালের নিমিত্ত বিপথগামী হইয়া লোককে অসুখিত ও বিরক্ত না করিয়া সৎপথে থাকিয়া সুন্দররূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

১০। অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্ ও অসাধারণ বিদ্বান ব্যক্তিও যদি লোকের নিকটে দাম্ভিকতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে সে নিঃসন্দেহ সকলের অশ্রাব্য হয়। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে বিনয় শিক্ষা করা উচিত। বিদ্যার সঙ্গে বিনয়যোগ হইলে মণি কাঞ্চনযোগ হয়।

চতুর্থ পাঠ।

১। যদি তোমার সচ্ছন্দে ও নিরুপদ্রবে কালহরণের বাসনা থাকে, কাহারও মন্দকথায় থাকিও না।

২। কার্য্যকালে অলস ও দীর্ঘসূত্র হওয়া বিধেয় নহে। যে কর্ম্মে আলস্য করা যায়, শেষে সে কর্ম্ম সম্পন্ন করা ভার হইয়া উঠে।

৩। যে সকল ব্যক্তি উপকৃত হইয়া উপকার স্বীকার করে, সেই কৃতজ্ঞ ভদ্র লোকদিগকে প্রার্থনাধিক দান কর।

৪। অকপটহৃদয়ে সুহৃদ্গণের সদা প্রশংসা কর। ভ্রান্তিক্রমেও কখন আপনার প্রশংসা করিও না। যে জন আত্ম শ্লাঘা করে, লোকে তাহাকে অপদার্থ বলিয়া উপহাস করে।

৫। যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহা ভালরূপে করাই ভাল। এক কর্ম্ম যেন দুবার করিতে না হয়।

৬। যৌবনকালে সঞ্চয়ী হওয়া অতি উচিত। যৌবনে সঞ্চয়ী না হইলে বৃদ্ধকালে বিস্তর কষ্ট পাইতে হয়।

৭। অসৎ প্রসঙ্গ ও অসৎ আলাপ করা অপেক্ষা মৌনী হইয়া থাকা ভাল। সাধুলোক স্বভাবতঃ মিতভাষী হন। বাচালতা করিতে গেলে অনেক মিথ্যা ও অসৎ বাক্য মুখ হইতে নির্গত হয়।

৮। সকলের সহিত প্রণয় করা ও সকলকে ভাল

...াসাই উচিত। কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নয়।

...। যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা নাই সে কর্ম্ম করিতে যাওয়া উচিত নয়। আত্মবল বিবেচনা না করিয়া কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। অতএব যদি তোমার কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে, যাহাতে সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিবার ক্ষমতা হয়, অগ্রে সেই চেষ্টা কর, পশ্চাৎ তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। বিবেচক লোক কখন অযোগ্য পাত্রে ভার সমর্পণ করেন না।

১০। ভাল হউক, আর মন্দ হউক, যখন যে কর্ম্ম করিতে যাহার ইচ্ছা হয়, তখন তাহার সেই ইচ্ছার অনুসারিণী অনুকূল যুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব দেখ যেন স্বমত প্রতিপোষিণী ভ্রমবতী যুক্তির অনুসরণ করিয়া গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি বিধান করিও না।

১১। যে ব্যক্তি নিত্য নূতন লোকের সহিত বন্ধুতা করে এবং পূর্ব্ব বান্ধবগণের সহিত বন্ধুতা পরিত্যাগ করে, তাহার কখন কাহারও সহিত যথার্থ বন্ধুতা হয় না।

১২। সৌভাগ্যের সময়ে অনেকের সহিত বন্ধুতা জন্মে। কিন্তু বিপদ্‌কালে সেই সকল বন্ধুর পরীক্ষা হয়। বিপদ্ সময় বন্ধু পরীক্ষার এক উৎকৃষ্ট সময়। অগ্নিতে স্বর্ণ পরীক্ষা করিলে সোণা ভাল কি মন্দ যেমন অজ্ঞাত থাকে না, তেমনি কে কৃত্রিম কে বা অকৃত্রিম মিত্র বিপদ্‌কালে অপ্রকাশিত থাকে না। বিপদ্ কালে যে ব্যক্তি মিত্রকে পরিত্যাগ না করে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ বন্ধু।

পঞ্চম পাঠ।

১। বিবাদের উপক্রমেই সাবধান হওয়া উচিত যাহাতে বিবাদ ঘটনা না হয় সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অনেকের এরূপ স্বভাব আছে তাহারা সামান্য বিষয় লইয়া তুমুল বিবাদ করিয়া তুলে এবং ক্ষতি ও অপমান স্বীকার করিয়াও বৈর সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সেরূপ করা কোন ক্রমেই ভদ্র লোকের উচিত নয়। বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে অর্থহানি, মনস্তাপ, কার্য্য ক্ষতি প্রভৃতি নানা অনিষ্ট ঘটিয়া উঠে।

২। মনুষ্য মাত্রেরই ভ্রম প্রমাদ আছে, ভ্র

প্রমাদ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই বিবেচনা করিয়া যিনি অপরাধীর অপরাধ মার্জ্জনা করেন, সে ব্যক্তিই মহাত্মা। ক্ষমাগুণ পরম দুর্লভ গুণ। যাঁহার ক্ষমাগুণ আছে তিনিই সুখী।

৩। যদি সুখী হইবার বাসনা থাকে অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ কর। অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা সুখ লাভের প্রধান কারণ। যে ব্যক্তি অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষার পরবশ হয় সে কখন সুখী হইতে পারে না।

৪। ক্রোধ স্বভাবের ধর্ম্ম। বিজ্ঞ ব্যক্তিও ক্রোধের হস্ত হইতে একবারে মুক্ত হইতে পারেন না। বিজ্ঞ ব্যক্তিকেও কখন ক্রোধের বশীভূত হইতে হয়। কিন্তু ক্রোধ নির্ব্বোধের হৃদয় রাজ্য অধিকার করিয়া যেরূপ সুখে দীর্ঘকাল রাজত্ব ভোগ করে, বিজ্ঞ ব্যক্তির অন্তঃকরণে সেরূপ দীর্ঘকাল স্থান প্রাপ্ত হয় না। ফলতঃ নির্ব্বোধ ব্যক্তির ক্রোধ জন্মিলে সে ক্রোধ শীঘ্র যাইবার নহে।

৫। সরলতা ও সত্যবাদিতা এই উভয় গুণ থাকিলে মানুষ সর্ব্বত্র আদরণীয় হয়।

৬। অন্যের ভ্রম প্রমাদ দর্শন করিয়া বিজ্ঞ

ব্যক্তি আপনার ভ্রম প্রমাদ সংশোধন করেন। কিন্তু স্বয়ং ভুক্তভোগী না হইলে অজ্ঞের চৈতন্য জন্মে না।

৭। শোকের হেতু উপস্থিত হইলে যাহার শোক না হয় সে অতি নির্দ্দয়। কিন্তু শোক হইলে নিতান্ত বিচেতন হওয়া অনুচিত।

৮। বাল্যকালে হিতাহিত বিবেচনা থাকে না। অতএব সে সময়ে গুরুজনের আজ্ঞাবহ থাকাই উচিত। যে বালক দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ গুরুজনের আজ্ঞা অবহেলন করে, পদে পদে তাহার বিপদ্ ঘটনা হয়।

ষষ্ঠ পাঠ।

১। যদি কেহ হিংসা পরবশ হইয়া তোমার অপকার করে, আর তুমি প্রত্যপকার না করিয়া তাহার উপকার কর, তাহা হইলে সে মনে মনে যেমন ক্লেশ পায়, অন্য কোন রূপে বৈরসাধন করিলে তাহার তেমন ক্লেশবোধ হয় না।

২। সময়ে সময়ে আমাদিগের মনে কত অদ্ভুত আশা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সেই আশার উপরে

নির্ভর করিয়া কার্য্য করা বিধেয় নহে। সেরূপ করিলে আমাদিগকে নিঃসন্দেহ হতাশ হইতে হইবে এবং লোকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে।

৬। লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া কেহ সুখী হয় না। সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে অত্যাচারী দুরাত্মারা আত্মকৃত অবিনয়ের ফলভোগ করে।

৭। সহিষ্ণুতার পর উৎকৃষ্ট গুণ আর নাই। অসহিষ্ণু হইলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা ভার হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি অল্পে বিরক্ত হয় সে কখন সচ্ছন্দে কাল হরণ করিতে পারে না।

৮। জগদীশ্বর যে সমস্ত নিয়ম করিয়া দিয়াছেন তদনুসারে চলিলে আমাদিগকে কষ্ট পাইতে হয় না। আমরা সেই নিয়মের অনুসারে চলি না এই জন্য কষ্ট ভোগ করি। অবিবেচক লোকেরা আপনাদিগের বুদ্ধিদোষে ঈশ্বরকৃত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া যখন ক্লেশ পায়, তখন তাহারা ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করে। কিন্তু তাহাদিগের বুদ্ধিদোষে সেরূপ দুঃখ ভোগ হইতেছে, একবারও বিবেচনা করে না।

৬। খলের স্বভাব এই, সে পরস্পরের মনোভঙ্গ করিয়া দিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লয়। অতএব উৎসাহপূর্ব্বক খলের বাক্য শ্রবণ করা এবং তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আত্মীয় ব্যক্তির সহিত বিচ্ছেদ করা উচিত নহে।

৭। ন্যায়ানুগত কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া নিবৃত্ত হওয়া কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। যত দূর সাধ্য ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। তাহাতে কৃতকৃত্য হইতে পারিলে পৌরুষ প্রকাশ পায়; আর কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও নিন্দনীয় হইতে হয় না। কিন্তু অন্যায় কর্ম্মে সহস্র লাভ হইলেও তাহা-হইতে বিমুখ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৮। বৃদ্ধ ব্যক্তির অবমাননা করিলে তাহাতে কে-বল মূর্খতা ও বালকতা প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি বৃদ্ধের পলিত ও বিকৃত আকৃতি দেখিয়া উপহাস করে সে অতি অসার।

৯। অসম্ভাব্য ও অসাধ্য বিষয়ে প্রত্যাশাপন্ন হ-ইলে শেষ নিরাশ হইতে হয়।

সপ্তম পাঠ।

১। কোন কর্ম্ম সুন্দররূপে সম্পন্ন করিবার বাসনা থাকিলে তদ্বিষয়ে বিশিষ্ট মনোযোগ দেওয়া এবং স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান করা উচিত। স্বয়ং দেখিয়া সম্পন্ন করিলে যেরূপ হয় অন্যের উপর নির্ভর করিলে সেরূপ হয় না।

২। সম্পদের সময়ে লোকের সহিত সৎব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সম্পদকালে সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া লোকের সহিত অসৎ ব্যবহার করে, তাহার বিপদ পড়িলে কেহই সহায়তা করিতে অগ্রসর হন না। বিজ্ঞ লোকেরা সম্পদের সময়েও মত্ত হন না এবং বিপদকালেও বিষণ্ন হন না। কি সম্পদ কি বিপদ উভয় কালেই তাঁহাদিগের সমভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। বিদ্বান্ ব্যক্তি হইতে জগতের যে, কত উপকার হয়, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যাইতে পারে না। পণ্ডিতগণ জীবদ্দশায় জগতের যেমন উপকার করেন, মৃত্যুর পরও তাঁহাদিগের হইতে তেমনি উপকার লাভ হয়। পণ্ডিতগণ মৃত্যুকালে যে কৃতি ও কীর্ত্তি রাখিয়া যান, তদ্দ্বারা সহস্র

সহস্র লোকের অশেষবিধ উপকার হয়। নিউটন ও বেকন কবে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদিগের হইতে জগতের মহোপকার লাভ হইতেছে।

৪। যাকে তাকে বিশ্বাস করা বিধেয় নহে। উক্ত স্বরূপে লোকের স্বভাব পরীক্ষা না করিয়া বিশ্বাস করিলে বিপদে পড়িতে হয়।

৫। আমাদিগের কখন্ কি বিপদ ঘটনা হয় বলিতে পারা যায় না। অতএব অন্যকে বিপদে পতিত দেখিয়া উপহাস করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

৬। ক্রোধাদি রিপুবর্গ যখন প্রবল হয়, তখন আমাদিগের বিবেচনা থাকে না। অতএব সে সময়ে কোন কর্ম্ম করা উচিত নহে। সদসদ্বিবেচনা শূন্য হইয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অনিষ্ট বিনা ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

৭। অনেকের এরূপ স্বভাব আছে অন্যকে মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়া অথবা মরণান্তিক যন্ত্রণা দিয়া আমোদ করিয়া থাকে। এরূপ করিলে কেবল ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সে সকল ব্যক্তির হৃদ-

্র দয়ার লেশ ও পর দুঃখে দুঃখ বোধ নাই।

৮। অলস লোকেরা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া কোন কর্ম্ম করিতে পারে না; কি করিব ভাবিতে ভাবিতেই তাহাদিগের সমুদায় দিন নষ্ট হইয়া যায়।

৯। আপদ্ অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, আপদ্ পড়িলেই তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

১০। যদি আমাদিগের আত্মকর্ম্ম সম্পন্ন করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে যত্নশীল হওয়াই কর্ত্তব্য। দৈববলে সম্পন্ন হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করিয়া থাকা উচিত নহে। কাপুরুষেরাই দৈবপরায়ণ হয়।

১১। হিংসা যেমন পাপ, তেমনি তাহার দণ্ড হইয়া থাকে। হিংস্রের দণ্ড বিধানার্থ অন্যকে প্রয়াস পাইতে হয় না। হিংস্র ব্যক্তি অন্যের সৌভাগ্য দর্শন করিয়া সর্ব্বদাই মনোমধ্যে আত্যন্তিক বেদনা পায়, ইহার পর আর তাহার কি গুরুতর দণ্ড হইতে পারে।

আটম পাঠ।

১। ঐক্যবলের পর বল আর নাই। যত দিন আমাদিগের পরস্পর ঐক্য থাকে, তত দিন অতিশয় প্রবল ব্যক্তিও বিপক্ষ হইয়া অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। কিন্তু ঐক্য না থাকিলে, অন্যে অনায়াসে আমাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হয়। পরস্পর ঐক্য থাকার কত গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করা যাইতে পারে না। মানুষ ঐক্যগুণের প্রভাবে কত মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।

২। বসন, ভূষণ ও পরিচ্ছদ পরিপাটীর গর্ব্ব করিলে বালকতা ও চিত্তের লঘুতা প্রকাশ হয়। যে ব্যক্তি সুদৃশ্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া আপনাকে বড় জ্ঞান করে এবং অন্যকে আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিতে দেখিয়া ক্ষুব্ধ হয় সে অতি অসার।

৩। কৃতঘ্নতার পর আর পাপ নাই। শাস্ত্রকারেরা কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। স্বামী পরমাত্মীয় ভাবিয়া বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিলে যে ব্যক্তি সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া স্বামীর সর্ব্বনাশ করে, তাহার তুল্য নরাধম পামর

এই জগতে দ্বিতীয় আছে এরূপ বোধ হয় না।

৪। কার্য্য দ্বারাই হউক, আর বাক্য দ্বারাই হউক, বন্ধুর নিকটে অসরল ব্যবহার প্রকাশ হইলে বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হইয়া যায়। অতএব বন্ধুর নিকটে কিভাবে কথা কহা অথবা কার্য্য দ্বারা, অসরল ব্যবহার করা কদাপি বিধেয় নহে।

৫। আমরা নিজে যে দোষে দূষিত, অন্যের সেই দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিতে গেলে লোকে আমাদিগকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে। অতএব অগ্রে আমাদিগের নিজ দোষ সংশোধন করা উচিত, পশ্চাৎ অন্যের দোষ সংশোধনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

৬। মিষ্ট বাক্য দ্বারা লোককে যেরূপ বশীভূত করা যায়, তর্জ্জন গর্জ্জন ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা সেরূপ বশীভূত করা যায় না।

৭। যিনি আমাদিগের উপকার করেন, তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উপকৃত হইয়া যে ব্যক্তি উপকার স্বীকার না করে সে অতি জঘন্য।

৮। যে ব্যক্তি উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া নিয়ত কাল

নীতিমার্গানুসারে চলিয়া থাকেন, তাঁহারই স
ম্পদ লাভ হয়। লব্ধ সম্পত্তিও নীতিমার্গানু
সারী হইয়া রক্ষা করিতে হয়। অন্যথা হস্তগ
থাকে না।

৯। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এক ভ্রান্তি
অপর ভ্রান্তির অনুগামিনী হয়। অতএব দে
যেন একভ্রম নিরাকরণ করিতে গিয়া অপর ভ্রমে
পতিত হইতে না হয়।

১০। অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হওয়া
বিধেয় নহে। হৃদয়ে বিস্ময় জন্মিলে বুদ্ধির অ
কারণানুসন্ধান করিবার শক্তি থাকে না। তাদৃ
ঘটনা কেন হইল, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃ
হওয়াই উচিত।

১১। অহঙ্কার করা কোন ক্রমেই উচিত নয়
যিনি অহঙ্কার করেন প্রায়ই তাঁহার অহঙ্কার চূ
হয়। সামান্য শত্রুর নিকটে বিশ্ববিজয়ী ব্যক্তির
গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যায়।

১২। পরে কি হইবে এ চিন্তা করা উচিত বটে
কিন্তু সেই চিন্তায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বর্ত্তমান
ক্ষণের সুখে বঞ্চিত হওয়া বিজ্ঞের কর্ম্ম নহে।

নবম পাঠ ।

১। সহসা কোন কর্ম্ম করা উচিত নয়। অবিবেচনা পরম আপদের পদ। যিনি বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করেন তাঁহাকে কখন বিপদে পতিত হইতে হয় না। অতএব কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা কর এবং বন্ধু বান্ধবের সহিত পরামর্শ কর, পশ্চাৎ তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে।

২। অত্যন্ত ব্যগ্রতার সময়ে কোন কর্ম্ম করিতে গেলে সে কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।

৩। যে বিষয় ভালরূপে জানা নাই, সে বিষয়ের মীমাংসা করিতে গেলে যে, ভ্রম জন্মিবে তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু অনেকের এরূপ স্বভাব আছে তাহারা যে বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ অবগত নহে তাহা মীমাংসা করিতে অগ্রসর হয়। সে স্বভাব অতি মন্দ। না জানিয়া শুনিয়া কোন বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে হতাদর হইতে হয়।

৪। আশা দিয়া আশা ভঙ্গ করা বড় অন্যায়। আশা বর্দ্ধন করিয়া নিরাশ করিলে লোকের মনে অতিশয় ক্ষোভ জন্মে।

৫। যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ অজ্ঞান তিমিরে আ
চ্ছন্ন, তাহাকে পদে পদে ভ্রমে পতিত হইতে
হয়। অন্ধকারময় স্থানে এক বস্তুতে অন্য বস্
জ্ঞান হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মূর্খতানি
বন্ধন আমরা অনেক বিষয়ে অযথার্থ সিদ্ধান্ত কর
য়া রাখিয়াছি। মূর্খতানিবন্ধনই আমরা অনেক
ভ্রমে পতিত হইতেছি। মূর্খতাই আমাদিগে
ভ্রম পরম্পরার মূল।

৬। যাঁহাদিগের দয়া আছে, পরোপকারে ম
আছে এবং প্রয়োজনানুরূপ সঙ্গতি আছে, তাঁ
দিগের তুল্য সুখী আর নাই। তাদৃশ মহাপু
ষেরা পরদুঃখ দূর করিয়া অনির্ব্বচনীয় আ
অনুভব করেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তির পরদুঃ
দূর করিবার আত্যন্তিক ইচ্ছা আছে অথচ সঙ্গ
নাই, তাঁহারা সর্ব্বদাই অতিশয় ক্ষোভ প্রাপ্ত হ
যে সময়ে দরিদ্র ব্যক্তিরা তাঁহাদিগের নয়নগো
চর হইয়া আত্মদুঃখ নিবেদন করিতে থাকে, ত
খন তাঁহাদিগের অন্তঃকরণের যে কি পর্য্যন্ত
ব্যাকুলতা জন্মে, যাঁহারা কখন তাদৃশ সঙ্কটে প
ড়িয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিতে পারেন

পরদুঃখ দেখিয়া যাহাদিগের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার না হয়, তাহারা কখন সঙ্গতিশূন্য দয়ালু ব্যক্তির পরদুঃখ দর্শন জন্য কাতরতা অনুভব করিতে পারে না ; অপর, যে সকল ব্যক্তির বিলক্ষণ সমাবেশ আছে এবং পরদুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা আছে অথচ পরের দুঃখ দেখিয়া দূর করিবার চেষ্টা নাই, তাহারা মানুষ কি, আর কি, বলিতে পারি না।

৯। পক্ষপাত দোষ বড় দোষ। যে সময়ে আমাদিগের অন্তঃকরণ পক্ষপাত দোষে একান্ত আক্রান্ত হয় সে সময়ে সদসদ্বিবেচনা করিবার ক্ষমতা থাকে না। তখন নির্গুণ ব্যক্তিকে গুণবান্ বলিয়া বোধ হয়, আর গুণবান্ ব্যক্তিকেও নির্গুণ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। পক্ষপাত দোষ হইতেই আমাদিগের গুণগ্রাহিতাগুণ দূর গত হয়, সদসদ্বিবেচনা বিলুপ্ত হয় এবং ন্যায়ান্যায় বোধ এককালে অন্তর্হিত হইয়া যায়। বড় লোকের পক্ষপাত দোষ থাকিলে জগতের বিস্তর অনিষ্ট হয়। পক্ষপাত যাবৎ হৃদয় রাজ্য অধিকার করিয়া থাকে, তাবৎ আমাদিগকে ভ্রমসাগরে মগ্ন থাকিতে হয়।

দশম পাঠ।

১। ভ্রমক্রমেও যাহার কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি না হয়, তিনিই যথার্থ সাধু। যে সকল লোক সংসর্গ দোষে অথবা মতিভ্রমে কদাচিৎ কোন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাত্তাপী হয় এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই কুকর্ম্ম সেবন পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকেও প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি নিরন্তর কুকর্ম্ম সেবন করে এবং তজ্জন্য অনুতাপ করা অথবা তৎপরিত্যাগে যত্নবান্ হওয়া দূরে থাকুক সেই কুকর্ম্মের কথা শ্লাঘ্য বোধ করিয়া সর্ব্বত্র সম্মুখে প্রচার করে, তাহাদিগের তুল্য পাষণ্ড বোধ হয় ভূমণ্ডলে আর নাই।

২। যে ব্যক্তির চরিত্র অতি নির্ম্মল তাঁহাকে কখন বিপাকে পড়িতে হয় না। যদিও তিনি কুলোকের ক্রূরতায় কদাচিৎ বিপদে পতিত হন, তথাপি তিনি আপনার বিশুদ্ধ চরিত্রের প্রভাবে অবিলম্বে উদ্ধার হইতে পারেন। তাঁহাকে অসচ্চরিত্র ব্যক্তির ন্যায় একবারে মজিতে হয় না।

৩। যে কর্ম্ম আজি সুন্দররূপে সম্পন্ন করা যাইতে পারে, কালি করিব বলিয়া সে কর্ম্ম রাখিয়া দেওয়া উচিত নয়। মানুষের কত উৎপাত আছে,

কখন কি বিপদ ঘটনা হয়, কে বলিতে পারে? বিপদ ঘটনা হইলে কালি দূরে থাকুক একমাসে আর সে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবে না।

৩। ভ্রমান্ধ ব্যক্তির ভ্রম বিভঞ্জন করিয়া দেওয়া সাধু লোকের কর্ত্তব্য। লোককে ভ্রমে পাতিত করা ভদ্র লোকের উচিত নহে।

৪। যে ব্যক্তির মিতব্যয়, মিতাচরণ এবং পরিশ্রম অভ্যাস আছে, তাহার সম্পত্তি কখন বিনষ্ট হয় না। বিনষ্ট হইলেও তিনি ঐ সকল গুণের মাহাত্ম্যে পুনরায় শুধরিয়া লইতে পারেন।

৬। আমাদিগের উৎসাহ, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম অভ্যাস থাকিলে আমরা সমুদায় কষ্টই জয় করিতে পারি।

৭। যে ব্যক্তি আপনার চরিত্র ও ক্ষমতা বিবেচনা করিয়া চলিতে না পারে, তাহাকে পদে পদে বিপদে পতিত হইতে হয়।

৮। কে কৃত্রিম মিত্র, কে অকৃত্রিম মিত্র, সৌভাগ্যের সময়ে জানিতে পারা যায় না এবং কে মিত্র আর কে শত্রু দুর্ভাগ্যের সময়ে অবিদিত থাকে না। বিপক্ষগণ আমাদিগের বিপদের

সময়ে বিপক্ষতাচরণ করিতে ত্রুটি করে না।

৯। অনেকের এরূপ স্বভাব আছে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু সে স্বভাব অতি মন্দ। যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া তোমাকে কোন গোপনীয় কথা বলেন, আর তুমি স্বভাবদোষে তাহা প্রকাশ করিয়া ফেল, তাহা হইলে তুমিই যে, কেবল নিন্দনীয় ও অবিশ্বসনীয় হইবে এরূপ নহে, যিনি গোপনীয় কথা বলিয়াছেন, কথা প্রকাশ হইলে তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত, লোক নিন্দা ও মানহানি প্রভৃতি বহুতর অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

একাদশ পাঠ।

১। মিতব্যয়ী হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক সমুদায় আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করা মানুষের উচিত। কিন্তু মিতব্যয়ী হইতে গিয়া ব্যয়কুণ্ঠ হইয়া পড়া বিধেয় নহে। অমিতব্যয়িতা যেমন দোষের নিমিত্ত, কৃপণতাও তেমনি দোষের নিমিত্ত হয়। যে ব্যক্তি অপরিমিত ব্যয় করিয়া ধন নিঃশেষিত করিয়া ফেলে, তাহার পুত্রপৌত্রাদিই যে, কেবল পৈতৃক ধনে বঞ্চিত হয় এমত নহে, তাহাকেও

শেষ দশায় কষ্ট পাইতে হয়। অমিতব্যয়ীর ন্যায় কৃপণের পুত্রপৌত্রাদি ক্লেশ পায় না বটে কিন্তু সে নিজে ভোগসুখে বঞ্চিত হয়।

২। অকপটহৃদয়ে মাতাপিতাকে ভক্তি করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। মাতাপিতা আমাদিগের যে উপকার করিয়াছেন, আমরা কোন কালে সে ধার শুধিতে পারিব এরূপ সম্ভাবনা নাই।

৩। ভদ্রলোকে এবং দুরাত্মায় অনেক অন্তর। ভদ্রলোক যদি দৈবাৎ বুঝিতে না পারিয়া অন্যায় কর্ম্ম করিতে উদ্যত হন, যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা তাঁহার ভ্রমবিভঞ্জন করিয়া দিলেই তিনি স্বয়ং অপ্রতিভ হইয়া সেই অন্যায় হইতে নিবৃত্ত হন। কিন্তু দুরাত্মাকে সহস্র সহস্র যুক্তি প্রদর্শন কর, সে কখন ক্ষান্ত হয় না।

৪। আমাদিগের অন্তঃকরণে রাগদ্বেষাদির যাবৎ প্রবলতর অধিকার থাকে, তাবৎ আমরা যথার্থ ধার্ম্মিক তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিতে পারি না। তাঁহারা যে উপদেশ দেন তাহাতে আমরা হিত না ভাবিয়া বরং বিপরীতই ভাবিতে থাকি। কিন্তু সেরূপ করা অতিমন্দ। ক্রোধাদি

কালে ধার্ম্মিক ব্যক্তির উপদেশবাক্য শ্রবণ ও গ্রহণ করা সবিশেষ আবশ্যক।

৫। যদি সৌভাগ্য ক্রমে অধিকতর বিদ্যা, বুদ্ধি কিম্বা সম্পদের অধিকারী হও, আর ঐ সকলের গর্ব্ব কর, তাহা হইলে তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি ও সম্পদ, সমুদায়ই বৃথা হইবে। গর্ব্ব করিলে বিদ্যা, বুদ্ধি ও সম্পদ প্রভৃতির শোভা বৃদ্ধি হয় না। ঐ সকল দ্বারা পরের হিতানুষ্ঠান করিতে পারিলেই ঐসকলের শোভা বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতির গর্ব্ব করে সে অতি অসার। আর যিনি বিদ্যাদি দ্বারা জগতের হিতসাধনে যত্নবান্ হন, তিনিই সারবান্ লোক।

৬। আমাদিগের বুদ্ধি ও শ্রমসাধন হস্তপদাদি সমুদায় উপকরণ সামগ্রী আছে। বুদ্ধি সহকারে পরিশ্রম করিলেই আমাদিগের শরীর রক্ষার উপযোগী দ্রব্য সামগ্রী লভ্য হইতে পারে। তন্নিমিত্ত আমাদিগকে অধিকতর কষ্ট পাইতে হয় না। আমরা কেবল অনাবশ্যক দ্রব্য লাভের লালসা করিয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়া থাকি।

৭। আমাদিগের প্রতিবেশিগণ আমাদিগের দো-

ষের বিষয় যেরূপ জানিতে পারেন, আমরা আত্ম-দোষ সেরূপ জানিতে পারি না। অতএব আমাদিগের প্রতিবাসী যদি আমাদিগের কোন দোষের কথা উল্লেখ করেন, সে কথা শুনিয়া আমাদিগের রাগার্ত্ত হওয়া উচিত হয় না। বাস্তবিক আমাদিগের দোষ আছে কি না, অনুসন্ধান করিয়া তাহার সংশোধন চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

৮। বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতির উৎকর্ষ নিবন্ধন অন্যের সুখ্যাতি সর্ব্বত্র সঞ্চারিত দেখিয়া মনে মনে ক্ষোভ পাইলে এবং অন্যায় ও অযথার্থ দুর্নাম রটাইয়া সেই সুখ্যাতি বিলোপের চেষ্টা করিলে কেবল আত্মস্বভাবের হিংস্রতা ও জঘন্যতা প্রকাশ পায়। ভদ্রলোকে সুখ্যাতি লোপের চেষ্টা করিয়া কখন কাহাকে ভগ্নোৎসাহ করেন না। তাঁহারা সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইয়া গুণবান্ ব্যক্তির গুণের যথোচিত পুরস্কার করিয়া তাঁহার আরো উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

দ্বাদশ পাঠ।

১। এক ব্যক্তি অসৎ হইলে তাহার অসাধুতা

নিমিত্ত শত শত ব্যক্তিকে অসুখী হইতে হয়। আমরা যদি অসচ্চরিত্র হই, আমাদিগের পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশিগণ অসুখী হইবেন; আর সচ্চরিত্র হই, আমাদিগের পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশিগণ সুখী হইবেন। যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারাই স্বচরিত্র সংশোধন করিতে সমর্থ হন।

২। কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সকলের পক্ষেই আবশ্যক। যে সকল ব্যক্তি কোন কর্ম্ম করে না, কেবল বৃথা গল্পে ও ক্রীড়ায় কাল হরণ করে, তাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। অকর্ম্মণ্য লোকেরা প্রায় তুষ্কর্ম্মে রত হয়।

৩। পীড়ার সময়ে অনেকে স্বেচ্ছানুসারী হইয়া থাকে; কিন্তু সেরূপ হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। সেরূপ হইলে কেবল পীড়ার বৃদ্ধি হয় এমত নহে, পরিবারবর্গও অতিশয় অসুখী হন। পীড়ার সময়ে মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনের আজ্ঞা বশীভূত থাকাই কর্ত্তব্য।

৪। অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়, ভ্রাতায় ভ্রাতায় প্রণয় নাই, পিতামাতার প্রতি সন্তানের যথার্থ ভক্তি

নাই, পরিবারবর্গের পরস্পর প্রীতি নাই, সকলেই ক্রোধে পরিপূর্ণ, সকলেই পরস্পর বিদ্বেষাচরণে ও কলহে প্রবৃত্ত; এই সমস্ত দর্শন করিয়া দর্শকগণের মনে বিজাতীয় বিরাগ ও অসুখ জন্মে; আর যাহারা অষ্ট প্রহর সেই কষ্ট ভোগ করে, তাহারা যে কত অসুখী হয় বলিতে পারা যায় না। যদি কোন স্থলে আমরা দেখিতে পাই, সমুদায় পরিবার ঈশ্বরপরায়ণ, সকলেই পরস্পর প্রণয়ে বদ্ধ, সৌভ্রাত্র দেদীপ্যমান, সন্তানগণ মাতাপিতার নিরতিশয় ভক্ত ও একান্ত অনুরক্ত, বিবাদের নাম গন্ধ নাই; তদ্দর্শনে আত্মার যে, কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মে, অনুভবশালী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অনুভব করিতে পারেন।

৫। আমাদিগের শরীর রক্ষার্থ যে সমস্ত নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার ব্যতিক্রম করিলে পীড়া জন্মে। কুকর্ম্মশীল, অলস, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও যথেচ্ছাচারী লোকেরা পদে পদে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করে, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে সদা রোগগ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। কি ধনবান্ কি নির্ধন সকল লোকেরই পরিশ্রমী হওয়া অতি আবশ্যক। কিন্তু অনিয়মিত ও অসঙ্গত পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য নহে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করা উচিত।

৭। কোন বিষয়ে যদি আমাদিগের অল্প লাভ হয় আর আমরা তাহা চিরকাল ভোগ করিতে পারিব এরূপ সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সে অল্প লাভও আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃ। আর অল্পদিনের নিমিত্ত অধিক লাভও কিছু নয়। বুদ্ধিমান্ লোকে কখন স্থিরতর লাভ পরিত্যাগ করিয়া অস্থির লাভের আশায় মুগ্ধ হন না।

৮। অজ্ঞের উপহাস বাক্যে স্বাবলম্বিত সৎপথ পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। আমরা যদি যুক্তিমার্গানুসারী হইয়া বহু বিবেচনা করিয়া সৎপথ অবলম্বন করি, আর অজ্ঞের উপহাস বাক্যে তাহা পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে কেবল আমাদিগের চিত্তের অসারতা ও অস্থিরতা প্রকাশ হয়।

৯। স্বার্থপর লোক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ না করিয়া প্রায় বিশুদ্ধ আশয়ে কাহাকে পরামর্শ দেয় না।

অতএব স্বার্থপর লোকের পরামর্শ শ্রবণ ও গ্রহণ কালে সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

১০। দোষী ব্যক্তি কখন নিঃশঙ্কচিত্তে কালযাপন করিতে পারে না। কখন্ কি উৎপাতে পড়িতে হয়, এই চিন্তা নিরন্তর তাহার অন্তরে উদিত হইতে থাকে।

ত্রয়োদশ পাঠ।

১। বিজ্ঞ লোকে সদা সাবধান থাকেন। অজ্ঞেরা যাবৎ বিপদ ঘটনা না হয়, তাবৎ সাবধান হয় না। বিপদ্ অতিক্রান্ত হইলে পর তাহাদিগকে সংপরোনাস্তি সাবধান হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তখন সাবধান হইয়া বিশেষ লাভ নাই।

২। ক্রোধাদি রিপুবর্গ অতিশয় দুর্জ্জয়। ক্রোধাদি জয় করিতে পারিলেই সব জয় করা যায়। ক্রোধাদি বড় বিষম শত্রু। অন্য বিপক্ষগণ দূরে থাকে এবং নিয়তকাল বিপক্ষতাচরণ করে না। ক্রোধাদি হৃদয়ে বাস করিয়া নিয়তকাল শত্রুতা করে। অন্য বিপক্ষগণ বালক, বৃদ্ধ, বনিতাদিগকে

উপেক্ষা করে, ক্রোধাদি কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলকেই অধিকার করে।

৩। যে ব্যক্তি অনন্যগতি, অনুগত, আশ্রিত ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করে, সে অতি জঘন্য।

৪। যে ব্যক্তির নিয়তকাল নিয়মিত কর্ম্ম করা অভ্যাস থাকে, সেই ব্যক্তিই কর্ম্মঠ হয়। নতুবা এক দিন কর্ম্ম করিয়া পাঁচ দিন বিশ্রাম করিলে কার্য্য বিষয়ে দক্ষতা হয় না। সকল বিষয়েরই এই রীতি। যে ছাত্র পাঁচ সাত দিন অন্তর একবার পুস্তক লইয়া বসে, তাহার কখন বিদ্যা জন্মে না।

৫। একবারে সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিব মনে করিয়া যিনি প্রতিদিবস কর্ত্তব্য কর্ম্ম ফেলিয়া রাখেন, হয় ত এরূপ ঘটিয়া উঠে, তাঁহার দ্বারা একটী কর্ম্মও সম্পাদিত হইয়া উঠে না।

৬। যদি কোন ব্যক্তির জন্মাবধি শরীরগত কোন দোষ থাকে তাহার সমক্ষে সে দোষের কথা উল্লেখ করা, অথবা সেই দোষের কথা কহিয়া তাহাকে উপহাস করা, কিম্বা তাহার যে সেই দোষ আছে তাহার নিকটে কোনরূপে তাহা ব্যক্ত করা, বড় অন্যায়। সেরূপ করিলে কেবল

আপনার অমনুষ্যত্ব ও মূঢ়তা প্রকাশ হয়। ফলতঃ কাণকে কাণ, খঞ্জকে খঞ্জ বলিয়া অকারণ মনো দুঃখ দেওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে।

৭। যদি তোমার সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার বাসনা থাকে, লোকের সহিত ঠিক ব্যবহার কর। ঠিক পথে না চলিলে কেহ কখন সুখী হয় না। তুমি যদি কাহারও নিকটে ঋণ গ্রহণ করিয়া নিয়মিতকালে পরিশোধ না কর, তাহা হইলে কেহই বিশ্বাস করিয়া তোমাকে আর কর্জ্জ দিবেক না। ঋণগ্রহণ ব্যতিরেকে সংসারী ব্যক্তির চলে না।

কি ঋণ বিষয় কি অন্য বিষয় সকল বিষয়েই ঠিক পথে চলা উচিত। যাহার কথার ঠিক নাই, কাজের ঠিক নাই, তাহার যে কেবল লোকে অপ্রতিষ্ঠা হয় এমন নয়, অব্যবস্থিত বলিয়া তাহার উপরে কাহারও বিশ্বাস থাকে না। যাহার উপরে লোকের বিশ্বাস না থাকে, সে কখন সুখে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় না।

৮। যখন যে বিষয় দেখা যায় অথবা যে কর্ম্ম করা যায় তাহাতে বিশিষ্টরূপে মন দেওয়া কর্ত্তব্য।

মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে দৃষ্ট বস্তু কখন মনে থাকে না এবং আরব্ধ কর্ম্মও সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হয় না।

যে বিষয় হউক তাহাতে বিশিষ্টরূপে মনোযোগ করিতে গেলেই কিছু কষ্ট হয়। অনেকের এরূপ স্বভাব আছে, সেই কষ্ট স্বীকারের ভয়ে কোন বিষয়ে বিশিষ্টরূপে মনোনিবেশ করে না। এরূপ স্বভাব বড় মন্দ। যাহাদিগের ঐরূপ স্বভাব তাহারা কখন কোন বিষয়ে পটু ও কর্ম্মণ্য হইতে পারে না; কোন কালেই তাহাদিগের অভিজ্ঞতা লাভ হয় না। বিশেষতঃ যাহার ঐপ্রকার স্বভাব, সে কখন লেখা পড়া শিখিতে পারে না।

যে বিষয় দ্বারা কোন কালে আমাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধি হইবে এরূপ সম্ভাবনা নাই, সে বিষয়ও দৃষ্টিপথে পতিত হইলে ভাল করিয়া দেখা উচিত। ভাল করিয়া দেখা থাকিলে তদ্দ্বারা কখন কোন ব্যক্তির প্রয়োজন সিদ্ধ হয় সন্দেহ নাই।

চতুর্দ্দশ পাঠ।

সুখেকাল হরণ।

এক কর্ম্ম সারাদিন ভাল লাগে না। এক কর্ম্ম নিরন্তর করিতে গেলে অন্তঃকরণের বিরক্তি জন্মে। গান যে এমন সুমিষ্ট, শুনিলে মন মোহিত হয়, সে গানও সর্ব্বদা শ্রবণ করিলে শেষে আর মিষ্ট বোধ হয় না। সর্ব্বদা এক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে অন্তঃকরণ অসুখিত হয়, সুতরাং সে সময়ে যে কর্ম্ম করা যায়, সে কর্ম্মও সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হয় না।

সদা সুখে কালহরণের বাসনা করিলে নিয়ত কাল এক কর্ম্মে বদ্ধ না থাকিয়া মধ্যে মধ্যে কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত হওয়া, মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করা এবং মধ্যে মধ্যে দোষসম্পর্কশূন্য ক্রীড়া কৌতুকে অভিনিবিষ্ট হওয়া অতি আবশ্যক। অন্যথা সতত সুখে কালহরণের সম্ভাবনা থাকে না।

জগদীশ্বর যেরূপে মনুষ্য দেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া কোনরূপে এরূপ বোধ হয় না যে, মানুষ নিয়তকাল এক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া সদা সুখী হইতে পারিবে। কারণ, মানুষের

ইন্দ্রিয়গণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, মনোবৃত্তি ধর্ম্ম সকলও পৃথক পৃথক, সমুদায়েরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব নিয়তকাল এক বিষয়ের সেবা করিয়া একটী ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত রাখিলে অপর ইন্দ্রিয়গণ অবিতৃপ্ত হয়, সুতরাং এক কর্ম্মে বদ্ধ থাকিলে অসুখ বোধ হইতে থাকে।

আমরা মনোবৃত্তি ধর্ম্মসকল ও ইন্দ্রিয়গণকে যত পৃথক পৃথক বিষয়ে বিনিয়োজিত করিতে পারি, ততই আমাদিগের সুখ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু নিয়ত কাল এক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব সদা সুখে কালহরণের অভিলাষ থাকিলে সময়ে সময়ে বিষয় বিশেষে ব্যাপৃত হওয়া উচিত।

পঞ্চদশ পাঠ।

আলস্য।

নদীর স্রোত রুদ্ধ হইলে যেমন তাহার জল ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া উঠে, সেইরূপ আমাদিগের শরীরচারি শোণিতের গমনাগমন পথ রুদ্ধ হইলে শোণিতের বিকার উপস্থিত হয়। নদীর স্রোত

যত বহিতে থাকে, ততই তাহার জল নির্ম্মল হয়। আমাদিগের শরীরচারি শোণিতও যত গমনাগমন করে ততই রক্ত পরিষ্কার থাকে। কায়িক ব্যাপার ব্যতিরেকে রক্তের গমনাগমন-পথ পরিশুদ্ধ থাকে না। আলস্যদোষে ক্রমশঃ আমাদিগের শরীরচারি শোণিতের গমনাগমনপথ রুদ্ধ হইয়া যায়। রক্তের গমনাগমন রুদ্ধ হইলে পীড়া জন্মে।

আমাদিগের শরীরে যত পীড়া জন্মিয়া থাকে বোধ হয়, আলস্য তৎসমুদায়ের প্রধান কারণ। যিনি নিয়মিতরূপে ব্যায়ামাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাকে অলস ব্যক্তির ন্যায় চিররুগ্ন হইয়া শয্যাতলে বিলুণ্ঠিত হইতে হয় না। কত লোক কেবল ব্যায়ামগুণে কত রোগ হইতে মুক্ত হয়।

মানুষ আলস্যদোষে দূষিত হইলে কেবল যে, নানাবিধ রোগে রুগ্ন হয় এমত নহে, তাহাকে বিবিধরূপে কষ্টভাগী হইতে হয়। দরিদ্র ব্যক্তি অলস হইলে তাহার পরিবারগণের ভরণ পোষণ দূরে থাকুক, তাহার আত্মোদর পরিপূরণ করাই ভার হইয়া উঠে। আর ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রমবি-

মুখ হইলে তাহার ঐশ্বর্য্য ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

আলস্য মহত্ত্বলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। যাহারা শৈশবাবধি আলস্যে কালক্ষেপ করে তাহারা জ্ঞানোপার্জ্জনে সমর্থ হয় না। জ্ঞানহীন মনুষ্য পশুর সমান। জ্ঞানালোক ব্যতিরেকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ ও অন্তঃকরণের ভ্রম প্রমাদ দূরীকৃত হয় না। যাহার অন্তঃকরণ ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ, তাহার সাংসারিক সুখসম্ভোগের সম্ভাবনা নাই। তাহার মনুষ্য জন্ম লাভই বৃথা।

আলস্য মানুষের কুকর্ম্মে প্রবৃত্তির প্রধান কারণ। মানুষ যখন অলস হইয়া বসিয়া থাকে তখন তাহার মন বিপথে ধাবমান হয়। মন অতি চঞ্চল। মন কখন বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া নিশ্চিন্ত থাকে না। তাহাকে সদ্বিষয়ে বিনিয়োজিত রাখিতে না পারিলেই সে বিপথগামী হয়। এই নিমিত্তই অলস লোকদিগকে কুকর্ম্মে রত দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেকে মনে করে, যে সকল ব্যক্তি অলস হইয়া বসিয়া থাকে, তাহারাই সুখী। কিন্তু সে ভ্রান্তিমাত্র। নিরবচ্ছিন্ন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া

থাকিলে কেহ কখন সুখী হয় না। নিরন্তর আ-লস্যে কালক্ষেপ করিলে চিত্ত স্ফূর্ত্তি বিরহিত হয়। মনে স্ফূর্ত্তি না থাকিলে শরীর কখন স্বচ্ছন্দে থাকে না। শরীর ও মন, এ উভয়ের এরূপ সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, অন্যতরের অসুখে অ-ন্যতর অসুখী এবং অন্যতরের সুখে অন্যতর সুখী হয়।

অলস লোকদিগের কোন কর্ম্ম নাই, কিন্তু নিয়মিত কালে আহার নিদ্রার অবকাশও নাই। অলসেরা যেরূপে কাল হরণ করে, তাহা অনুভব করিয়া দেখিলে চমৎকার বোধ হয়। আহার, নিদ্রা, গল্প, কলহ, ক্রীড়া ও কুকর্ম্ম সেবন, ইহা-তেই তাহাদিগের দিন অতিবাহিত হয়।

ষোড়শ পাঠ।

হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ।

কদক্ষর অতিশয় নিন্দনীয়। যাঁহার হাতের লেখা কদর্য্য, তিনিও অন্যের কদক্ষর দেখিলে মনে মনে অসন্তুষ্ট হন। অপর, লোকে কদক্ষর দেখিলে উপহাস করে, এবং যাহাকে সেই

কদর্য্য অক্ষর পাঠ করিতে হয়, তাহার অধিক সময় বৃথা নষ্ট হইয়া যায়।

অনেকে কেবল উপেক্ষা করিয়া হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ সম্পাদন বিষয়ে যত্নবান্ হন না। কিন্তু সেরূপ করা অতিশয় মন্দ। মানুষের যত গুণ থাকে, ততই প্রশংসার নিমিত্ত হয়। অদ্বিতীয় বিদ্বান্ ব্যক্তির হস্তাক্ষর যদি অতি উৎকৃষ্ট হয়, তদ্দর্শনে তুষ্ট হইয়া কোন্ ব্যক্তি তাহার প্রশংসা না করেন। লোক শিল্পাদি শিক্ষা করে কেন? যাঁহাদিগের শিল্পাদিকার্য্যে সবিশেষ নৈপুণ্য আছে, তাঁহাদিগের খ্যাতিলাভ ভিন্ন কি অন্য কোন লাভ নাই? শিল্পকুশল ব্যক্তির জীবিকা অর্জ্জন করিতে কি কষ্ট হয়? শরীরে গুণ থাকিলে কাহাকেও জীবিকার জন্য লালায়িত হইতে হয় না। সকলে কিছু অদ্বিতীয় বিদ্বান্ ও অসাধারণ ক্ষমতাবান্ হয় না। হস্তাক্ষর উৎকৃষ্ট হইলেও লোকে কেবল সেই অক্ষরের গুণে অনায়াসে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। অতএব বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ সম্পাদন চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি বাল্যকালে হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ সম্পাদনে উপেক্ষা করে, তাহাকে পশ্চাৎ অনু-তাপ করিতে হয়। হস্তাক্ষর কদর্য্য হইলে আপনার ও অন্যের অনিষ্ট হয়। তুমি যদি কদক্ষরে কাহাকে পত্র লিখ, আর সে যদি অক্ষরের অস্পষ্টতানিবন্ধন পত্র পাঠে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে তোমার পত্র লেখা ব্যর্থ হইবে সন্দেহ নাই। অপর, সে যদি অক্ষর বুঝিতে না পারিয়া একে আর পড়িয়া তোমার প্রেরিত পত্রের বিপরীত অর্থ বোধ করে, তাহা হইলে আরো মন্দ। আর, একপ ঘটাও অসম্ভাবিত নহে, বোধ কর, তুমি যেন পত্রমধ্যে কোন গোপনীয় কথা লিখিয়া কোন ব্যক্তির নিকটে প্রেরণ করিয়াছ; সে তোমার পত্র পাঠে সমর্থ না হইয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে পত্র দেখাইয়াছে; তৃতীয় ব্যক্তি জিতাক্ষরতা গুণে তোমার পত্র পাঠ করিয়া তোমার গোপনীয় কথা অবগত হইয়াছে; কিন্তু সেই ব্যক্তির চরিত্র যদি মন্দ হয় তাহা হইলে তোমার কত অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

অক্ষর অস্পষ্ট হইলে বিষয় কর্ম্মস্থলে বিষম

বিশৃঙ্খলা ঘটিবার ও বিস্তর ক্ষতি হইবার বি-
ক্ষণ সম্ভাবনা আছে। হস্তাক্ষর যাহাতে দেখিতে
সুন্দর ও স্পষ্ট হয়, এরূপ চেষ্টা করা উচিত।
কিন্তু অক্ষরগুলিকে মুক্তাবলির ন্যায় সুশোভিত
করিব মনে করিয়া এক দণ্ডে একটী অক্ষর লি-
খিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়। যাঁহারা
কাজের লোক, তাঁহাদিগের কার্য্যকালে সত্বরতা
অতি আবশ্যক। সযত্ন হইয়া কিছুকাল লিখিলে
অক্ষর পংক্তির দর্শন সৌষ্ঠব সহকারে শীঘ্র লিখা
অভ্যাস হইতে পারে।

সপ্তদশ পাঠ।

পল্লব গ্রাহিতা।

অনেক লোকের এইরূপ স্বভাব আছে, তা-
হারা এক বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া কালক্ষেপ করি-
তে সমর্থ হয় না। নিত্য নূতন বিষয়ে ধাবমান
হয়। কিন্তু ঐ প্রকার স্বভাব অতি গর্হিত। যে
ব্যক্তি চিত্তচাপল্য হেতু প্রতিদিন পূর্ব্ব বিষয় প-
রিত্যাগ করিয়া নূতন বিষয়ে ধাবমান হয়, তা-
হার কখন কোন বিষয়ে নৈপুণ্য জন্মে না। শেষে

সে সর্ব্ব কার্য্য বহির্ভূত হইয়া পড়ে। দীর্ঘকাল এক বিষয়ের আলোচনা না করিলে তাহার তত্ত্ব নির্ণয় করিবার ক্ষমতা জন্মে না। তত্ত্বনির্ণয় ব্যতিরেকেও নৈপুণ্য লাভ হয় না।

কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার বাসনা থাকিলে সতত তাহার অনুশীলন করা, তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করা, এবং শীঘ্র সম্পন্ন করিবার উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই সেবিষয়ে গাঢ়তর ব্যুৎপত্তি জন্মে। কিন্তু যে ব্যক্তি এক বিষয়ে ব্যুৎপত্তি হইবার উপক্রম হইবামাত্র বিষয়ান্তরে ধাবমান হয়, তাহার সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

সকল বিষয়েরই এই রীতি। যে ছাত্র একবারে এ শাস্ত্র, একবার সে শাস্ত্র, এইরূপে নানা শাস্ত্রের অধ্যয়নে উৎসুক হয়, তাহার এক শাস্ত্রেও প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মে না। যে ব্যক্তি এক শাস্ত্রে কৃতবিদ্য না হইয়া নানা শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবগত হয়, তাহাকে পল্লবগ্রাহী বলে। পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্য আদরের নিমিত্ত হয় না। তোমাদিগের যদি আদরণীয় হইবার বাসনা

থাকে, পল্লবগ্রাহিতা পরিত্যাগ করিয়া এক বিষ- য়ে উৎকর্ষ লাভের চেষ্টা কর। এক বিষয়ে পা- পক্ক হইলে নিঃসন্দেহ সকলের আদরণীয় হইবে কিন্তু পল্লবগ্রাহী হইলে কেহ তোমাদিগকে আদ- র করিবে না।

অষ্টাদশ পাঠ।

কার্য্যকালে ত্বরা।

এই জগতে নানাবিধ মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হয় কতগুলি এমনি অলস ও মন্দবুদ্ধি লোক আছে তাহারা ত্বরা কাহাকে বলে জানে না। আর কতগুলি লোক আছে, তাহারা কার্য্যকালে ত্বরা করিতে হয় শুনিয়াছে, কিন্তু কিরূপে কার্য্য নি- র্ব্বাহ করিলে ত্বরা করা হয়, বুঝিতে না পারিয়া সকল কার্য্যেই অতিশয় সত্বরতা প্রদর্শন করে। ঐ উভয়বিধ ব্যবহারই গর্হিত। যাহাদিগের কোন কর্ম্মে ত্বরা নাই, তাহাদিগের দ্বারা একটী কর্ম্ম সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। আর যাহারা স- কল কর্ম্মেই অত্যন্ত ত্বরা করে, তাহারা কোন কর্ম্মই সুন্দররূপে নিষ্পন্ন করিতে পারে না।

কার্য্যকালে ত্বরান্বিত হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু অতিশয় ব্যস্ততা প্রদর্শন করিয়া কাজ মন্দ করা উচিত নয়।

কেহ কেহ কহেন, যাহাদিগকে বহু কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে হয়, তাহাদিগকে অত্যন্ত ত্বরা করিতে হয়, তাহা না করিলে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া উঠে না। এ যুক্তি কোন ক্রমেই সুসঙ্গত বোধ হইতেছে না। আমরা কার্য্যকালে দীর্ঘ সূত্রতা না করিয়া যদি স্থিরচিত্তে কার্য্য সম্পাদন করি, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে বহু কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হই। কিন্তু যদি এককালে সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিব মনে করিয়া অত্যন্ত ত্বরা করিতে যাই, তাহা হইলে একটী কর্ম্মও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা ভার হইয়া উঠে।

অবিজ্ঞ লোকেরাই এক কালে বহু কার্য্যে লিপ্ত হইয়া অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। তাহারা একবারে সমুদায় কর্ম্ম করিতে যায়। কিন্তু শেষে একটী কর্ম্মও সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না। বিজ্ঞ লোকে কখন এককালে বহু বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। একৈকক্রমে সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন ক-

রেন। যে কর্ম্ম, যত ক্ষণ ব্যয় করিলে সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাতে তত ক্ষণ ব্যয় করেন, এবং যে কর্ম্মে যখন হস্তক্ষেপ করেন, তাহা শেষ না করিয়া কর্ম্মান্তরে হস্তক্ষেপ করেন না। এই সকল ব্যাপার দ্বারা বিজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্যকালে ত্বরা প্রকাশ পায়। নতুবা তিনি সাতিশয় সত্বরতা প্রদর্শন করিয়া কখন কাজ মন্দ করেন না।

ঊনবিংশ পাঠ।

স্থিরপ্রতিজ্ঞতা।

কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে দৃঢ়তা থাকার নাম স্থিরপ্রতিজ্ঞতা। ন্যায়পরতা গুণ না থাকিলে যেমন মানুষ সর্ব্বত্র উপেক্ষিত হয়, স্থিরপ্রতিজ্ঞতা না থাকিলেও তেমনি হতাদর হয়। স্থির প্রতিজ্ঞতা অতি প্রশংসনীয় গুণ।

কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, সকলেরই স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া অতি আবশ্যক। স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ব্যতিরেকে মানুষ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না। যে কর্ম্ম যেরূপে করা উচিত, যাহার

স্থিরপ্রতিজ্ঞতা নাই, সে কখন সে কর্ম্ম সেরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না। অস্থিরপ্রতিজ্ঞেরাই কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করে। যাহায় ঐ গুণ নাই. লোকে তাহাকে মনুষ্য বলিয়া গণনা করে না।

যে বালক স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়, সে প্রতিদিনরত স্বকর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি যথাবিধি সম্পন্ন করে। প্রভাত হইবামাত্র সে শয্যা হইতে উত্থিত হয়। তখন তাহার নিদ্রার আবল্য থাকিলেও সে শয়নতল পরিত্যাগ করে এবং পুস্তক লইয়া পড়িতে বসে। পাঠ অভ্যাস করিবার সময়ে সে অন্যমনা অথবা কেলিকুহতূলী হইয়া পাঠাভ্যাসে বিরত হয় না। যাবৎ পাঠ অভ্যাস না হয়, তাবৎ সে অভিনিবিষ্টচিত্তে পাঠ অভ্যাস করে। তৎকালে তাহার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মনে থাকে না।

আহারের সময় উপস্থিত হইলে সে আহার করিতে যায়। ভোজনোত্তর পুস্তক হস্তে লইয়া নিয়মিত সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ে গমন করে। অধ্যাপক যখন নূতন পাঠ দেন, সে একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ ও ধারণ করে এবং অধ্যাপকের মুখে

যখন যে উপদেশ শ্রবণ করে, নিয়তকাল সেই উপদেশানুসারে চলিয়া থাকে।

ছুটীর পর গৃহে গিয়া যে সকল কর্ম্ম করিতে হয় সে সমুদায় কর্ম্মগুলি নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে। পাঠের সময়ে পাঠ, বিশ্রামের সময়ে বিশ্রাম, এবং ক্রীড়ার সময়ে ক্রীড়া করে শয়ন করিবার সময় উপস্থিত হইলে শয়ন করিতে যায়।

যে বালক স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া এইরূপে নিয়ম পূর্ব্বক বাল্য কাল কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়, তাহার ক্রমশঃ নিয়মিত কর্ম্ম করা অভ্যাস হইয়া উঠে। অতএব তাহার যৌবন ও প্রৌঢ়কাল কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে ক্লেশবোধ হয় না।

পক্ষান্তরে যে বালকের স্থিরপ্রতিজ্ঞতা নাই, সে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে সহজে উঠিতে চায় না। স্বয়ং জাগরিত হইয়াও শয্যাতলে বিলুণ্ঠন ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে থাকে এবং পুনরায় নিদ্রিত হইবার চেষ্টা করে। যদি কেহ তাহাকে বারম্বার ডাকিয়া শয্যা হইতে উঠাইয়া দেয়। সে

চোখ মুছিতে মুছিতে এবং হাই তুলিতে তুলিতে বই লইয়া পড়িতে বসে। কিন্তু পাঠে তাহার কিছুমাত্র আবেশ বা মনঃসংযোগ হয় না। সে কেবল আসনে উপবেশন করিয়া নয়নদ্বয় মার্জ্জন ও মুহুর্মুহুঃ জৃম্ভণ করিয়া কালাতিপাত করে। আর এক একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করে। যদি দেখিতে পায় গুরুজন নিকটে নাই, তাহা হইলে সে অমনি সেই পাঠাসনে বসিয়া অথবা শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়।

বিদ্যালয়ে গমন করিবার সময় উপস্থিত হইলে তাহার বিষম বিপদ্ বোধ হয়। সে প্রায়ই পীড়া অথবা অন্য কোন অসুখের ছল করিয়া বিদ্যালয়ে গমন রহিত করে। যদি দৈবাৎ দুই এক দিন বিদ্যালয়ে যায়, পাঠস্থানে উপস্থিত হইয়া, হয়, অন্য অন্য বালকের সহিত গল্প করে, নতুবা, নিদ্রা যায়। অধ্যাপক তাহার দোষ দর্শন করিয়া ভর্ৎসনা করিলে সে, সে কথায় কর্ণপাত করে না। কত ক্ষণে খেলিবার সময় উপস্থিত হইবে, সে তাই ভাবিতে থাকে। তাহার অধ্যয়নের মুখ্য কাল এইরূপে নিরর্থক অতিবাহিত হয়। তা-

কার ঐ স্বভাব ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা দৃঢ়ীভূত হ-
অতএব সে যৌবনকালে অথবা প্রৌঢ়াবস্থায় স্ব
স্বদোষ সংশোধনে সমর্থ হয় না।

বিংশ পাঠ।

অধ্যাপকের প্রতি ছাত্রের কর্ত্তব্য।

মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যদি আমরা জ্ঞানহীন
হই, তাহা হইলে জন্ম লাভ নিরর্থক হয়। জ্ঞান
লাভ ব্যতিরেকে মনুষ্যত্ব হয় না। অতএব যে
ব্যক্তি হইতে সেই জ্ঞান রত্ন লব্ধ হয়, তাঁহার
প্রতি সমুচিত ভক্তি প্রদর্শন করা সর্ব্বতোভাবে
বিধেয়।

শাস্ত্রকারেরা জন্মদাতা ও জ্ঞানদাতা উভয়কেই
পিতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। জ্ঞানদাতা হইতে
আমাদিগের জন্ম লাভ হয় না, কিন্তু তাঁহা হইতে
যে জ্ঞান লাভ হয়, তদ্দ্বারা আমাদিগের জন্ম
লাভের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। অতএব জ্ঞান-
দাতার প্রতি পিতৃতুল্য ভক্তি করা ও তাঁহার এ-
কান্ত অনুরক্ত হওয়া ছাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম।

অধ্যাপকের প্রতি অনুরক্তি ও যথোচিত

ভক্তি না থাকিলে পাঠে অভিনিবেশ প্রবৃত্তি জন্মে না। অধ্যাপকের প্রতি যাহার ভক্তি ও অনুরাগ থাকে, সেই ব্যক্তিই অভিনিবিষ্টচিত্তে পাঠে আসক্ত হয়, এবং পাঠ সমাপ্তির পর যখন অধ্যাপকের নাম স্মরণ হয়, তখনই তাহার মন স্নেহময় কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হয়।

যিনি বিপুলতর যত্ন ও উৎসাহ সহকারে অকপটহৃদয়ে আমাদিগকে শিক্ষা দান করেন, তাঁহার নিকটে যে কৃতজ্ঞ না হয়, সে অতি পামণ্ড। যাঁহার যত্ন দ্বারা আমাদিগের ভ্রম প্রমাদ দূরীকৃত হয় এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান লাভ হয়, তাঁহার নিকটে সদা বিনয়নম্র হওয়া উচিত।

বাল্যকালে আমাদিগের ন্যায়ান্যায় বোধ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা থাকে না। সুতরাং সে সময়ে পদে পদে প্রমাদ ঘটনা হয়। অধ্যাপক যখন সেই প্রমাদকৃত দোষের দণ্ডবিধানে উদ্যত হন, তখন বুদ্ধির অল্পতা প্রযুক্ত এই বোধ হইতে থাকে উপাধ্যায় আমাদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছেন। ঐ বোধ হওয়াতেই তিনি যে হিতচেষ্টা করিতেছেন, তৎকালে আমরা

ভ্রম প্রযুক্ত বুঝিতে, পারি না। কিন্তু আমাদি-
গের বয়োবৃদ্ধি সহকারে যখন বুদ্ধিপরিণাম
বিবেচনা শক্তি জন্মে, তখন সেই বাল্যকালের
ভ্রম দুরীকৃত হয়। আমরা উপদেশকের নিকটে যে
নানা প্রকারে ঋণী আছি, তখন বুঝিতে পারি
আর, তৎকালে এই বিবেচনা হইতে থাকে, উপ
দেশকগণ বাল্যকালে যদি আমাদিগের প্রমা-
কৃত দোষের দণ্ডবিধান না করিতেন, কখনঃ
আমাদিগের দোষ সংশোধন হইত না; তাঁহারা
দণ্ডবিধান করিয়া মহোপকার করিয়াছেন। এ
রূপ বিবেচনা আমাদিগের হৃদয়ে যত বদ্ধমূল
হয়, ততই উপদেশকগণের প্রতি দৃঢ়তর ভক্তি
জন্মিতে থাকে এবং আত্মাতে অবজ্ঞা জন্মে।

একত্রিংশ পাঠ।

মহত্ত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা।

যদি তোমার বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে
যদি তোমার সর্ব্বত্র সুখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত হইবার
বাসনা থাকে, যদি তোমার অন্যকৃত প্রশংসাবাদ
শ্রবণ করিয়া শ্রবণদ্বয়কে পরিতৃপ্ত ও চরিতার্থ

করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তুমি অল-
সভাব পরিত্যাগ কর এবং যে কার্য্যদ্বারা সুখ্যাতি
লাভ ও আশয়ের ঔদার্য্য প্রকাশ হয়, সেই
কার্য্যে মনোনিবেশ কর।

তুমি যখন যে ব্যবসায় অবলম্বন করিবে,
তাহাতে অদ্বিতীয় হইবার চেষ্টা কর। সৎক-
র্ম্মেও যেন কেহ তোমার অগ্রগণ্য না হয়। সর্ব্ব-
প্রধান ও সকলের অগ্রগণ্য হইবার চেষ্টা না থা-
কিলে মহত্ত্ব লাভ হয় না। মহত্ত্বলাভের বাসনায়
অন্যকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করা উচিত
বটে, কিন্তু অন্যকে আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট
গুণদ্বারা ভূষিত দেখিয়া তাহার গুণদ্বেষ করা বি-
ধেয় নহে। অন্যের গুণদ্বেষ না করিয়া যাহাতে
আপনার গুণের উৎকর্ষ সম্পাদন করিতে পার,
সেই চেষ্টা কর।

তুমি যে ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, অন্য
কেহ যদি সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তোমা-
কে অতিক্রম করে, তুমি সেই অতিক্রমকারীকে
কখন অনুচিত ও অসদুপায় দ্বারা পর্য্যুদস্ত করি-
বার চেষ্টা করিও না। সেরূপ করিয়া যদি কৃতা-

খ্যাতি লাভে সমর্থ হও, তাহাতে তোমার পৌরুষ
নাই; লোকে অযশোঘোষণার পরিসীমা থাকিবে
না; এবং অনুচিত আচরণ নিবন্ধন অনুক্ষণ অনু
তাপ জন্মিবে। আর, যদি কৃতকার্য্য হইতে না পার,
তাহা হইলে কেবল লোকনিন্দার ভাজন হইতে
হইবে। যে ব্যক্তি ন্যায়পথাবলম্বী হইয়া মহত্ত্ব
লাভের চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বত্র যশস্বী
হয় এবং সেই ব্যক্তির অন্তরাত্মা আন্তরিক অনি
র্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে।

এই জগতের এত যে শ্রীবৃদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে
বোধ হয়, লোকের মহত্ত্বলাভবাসনাই তাহার
নিদান। ন্যায়ানুগত মহত্ত্বলাভবাসনা কোনরূপে
নিন্দনীয় নহে। কিন্তু উহা অন্যায় অথবা হিংসার
অনুগত হইলেই দূষিত হয়।

যে ব্যক্তি মহত্ত্বলাভে লোলুপ হইয়া হিংসা
পরবশ হয়, সে চির অসুখী হয়। তাহার অন্তঃ
করণ সদা হিংসানলে দহ্যমান হইতে থাকে। অ
ন্যের ইষ্টলাভ ঐ ব্যক্তির অনিষ্ট। অন্যে ইষ্টলাভ
করিলে ঐ পামর যথেষ্ট কষ্ট পায়।

দ্বাবিংশ পাঠ ।

বাল্য ও যৌবনকাল কর্ত্তব্য ।

সরস ও কোমল বস্তুতে দ্রব্যান্তরের চিহ্ন যে রূপ দৃঢ়তর রূপে লগ্ন হয়, শুষ্ক ও কঠিন পদার্থে সেরূপ হয় না। বাল্য ও যৌবনকালে আমাদিগের অন্তঃকরণ অতিশয় কোমল থাকে। সে সময়ে দয়া, ধর্ম্ম কৃতজ্ঞতাদি গুণগ্রামের অনুশীলন করিলে অন্তঃকরণে ঐ সকল গুণের যেমন দৃঢ়তর সংস্কার জন্মে, প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধাবস্থায় সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি অধর্ম্ম ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত করে, তাহার প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ অবস্থায় ধর্ম্মপথ অবলম্বন অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য হয় এবং ধর্ম্মের প্রতি তাহার আন্তরিক ভক্তির সঞ্চার হওয়া প্রায়ই সম্ভাবিত নহে। অতএব বাল্য ও যৌবনকালে আমাদিগের ধর্ম্মে মতি এবং ঈশ্বরের প্রতি অকপট ভক্তি করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ধর্ম্মে মতি ও ঈশ্বরপরায়ণ হওয়া বাল্য ও যৌবনকালের যেমন কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তেমনি জনক জননী প্রভৃতি গুরু জনের প্রতি উচিত ভক্তি প্রদর্শন ও নির্বিচারচিত্তে তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতি-

পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ
এবং উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির নিকটে বিনয়নম্র হওয়া
অতি উচিত। অপ্রগল্‌ভ ব্যবহার বাল্য ও যৌবন
কালে অতিশয় শোভার নিমিত্ত হয়।

তোমরা কপট ও অসরল ব্যবহারের পরি
ত্যাগে যত্নশীল হও। যে ব্যক্তি বাল্য অথ
যৌবনে কপট ও অসরল ব্যবহারে তৎপর হ
সে পরিণামে অতিশয় দুরবস্থাগ্রস্ত হয়। তোম
যদি কপট ও অসরল ব্যবহার পরিত্যাগ ক
চিরসুখী হইবে। সরল ব্যবহারের একটী অ
নির্ব্বচনীয় মোহনী শক্তি আছে। যে ব্যক্তি স
হয়, সকল লোকই তাহার বশীভূত হয়।

সত্যনিষ্ঠা অতি উৎকৃষ্ট গুণ। বাল্য অথ
যৌবনকালে ঐ গুণের অনুশীলনে সবিশেষ
বান্ হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি বাল্যে মিথ্যা ক
অভ্যাস করে, অধিক বয়সে তাহার সে অভ
পরিত্যাগ করা অতিশয় দুরূহ হইয়া উঠে
থ্যাবাদিকে সকলে হেয় জ্ঞান করে। মিথ্যা
সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে সমর্থ হয় না।

বাল্য কালে আমাদিগের চরিত্র দোষ স

শোধনের চেষ্টা করা অতি আবশ্যক। বাল্যে চরিত্রের পবিত্রতা সম্পাদনের চেষ্টা না করিলে চরিত্র দোষ সংশোধন হওয়া ভার হইয়া উঠে। চরিত্র নির্ম্মল না হইলে কেহ কখন আদরণীয় হয় না।

বাল্য ও যৌবনকালে দয়া গুণের অনুশীলন করা অতি আবশ্যক। তুমি কখন ন্যায়ানুগত দয়াপ্রদর্শন করিতে সঙ্কুচিত হইও না। অন্যের দুঃখ দর্শন করিয়া যাহার নয়নদ্বয় বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ ও অন্তঃকরণ একান্ত আর্দ্র হয়, সেই ব্যক্তিই শ্লাঘনীয় হয়। তুমি দরিদ্র ও অনাথদিগের গৃহে গমন কর, যত দূর সাধ্য তাহাদিগের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলেই তোমার দয়া গুণের উত্তরোত্তর উন্মেষ হইবে।

বাল্য ও যৌবন এই উভয় কাল উদ্যোগ, উৎসাহ, পরিশ্রম ও বিদ্যা অর্জ্জনের মুখ্য কাল। ঐ উভয় কাল আলস্যে অতিবাহিত করিয়া পরিশ্রমের অভ্যাস চেষ্টা করিলে চেষ্টা সফল হওয়া কঠিন হয়। তৎকালে অল্প যত্ন পাইলেই শ্রম করা অভ্যাস হইয়া উঠে। বিশেষতঃ ঐ সময়ে মহত্ত্ব লাভের অতিশয় আকাঙ্ক্ষা থাকে

এবং মনোমধ্যে ভাবি সুখের নানা মনোরথ উ
দিত হয়। অতএব সে সময়ে শ্রম করিতে ক্লেশ
বোধ হয় না।

যে ব্যক্তি শ্রমশীল হয়, সে যে কেবল বিদ্যা
লাভ, ধনোপার্জ্জন ও মহত্ত্ব লাভ দ্বারা চরিতার্থ
হয় এমন নহে, সুখের আস্বাদেও সমর্থ হয়;
পরিশ্রমই আমাদিগের সুখাস্বাদের মুখ্য হেতু
যে ব্যক্তি শ্রম বিমুখ হয়, সে অতুল ঐশ্বর্য্যের
অধিপতি হইয়াও কখন যথার্থরূপে সুখাস্বাদে
সমর্থ হয় না। তুমি কখন এরূপ মনে করিও না
যে, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী অথবা উচ্চপদারূঢ় হইলে
শ্রমের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে। জগদীশ্বর আ
মাদিগকে যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা দেখিলে
স্পষ্ট বোধ হইতেছে আমাদিগকে সর্ব্বাবস্থাতেই
শ্রমশীল হইতে হইবে।

ত্রয়োবিংশ পাঠ।

বিদ্যাশিক্ষা।

মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য করণীয় কতগুলি কর্ম্ম
আছে। তাহার যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে না

পারিলে প্রত্যবায় জন্মে। অতএব যার যেমন ক্ষমতা তদনুসারে সেই কর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। তাহার অনুষ্ঠান করিতে গেলে প্রতিক্ষণেই আমাদিগকে বিষয়বিশেষে বিবেচনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি বিনিয়োজিত করিতে হয়। আমরা যখন যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, যদি বিবেচনাপূর্ব্বক সম্পাদন করিতে না পারি, তাহা হইলে অনুক্ষণ আমাদিগকে অনুতাপী হইতে হয়।

বিদ্যা ব্যতিরেকে আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির মার্জ্জনা ও বিবেচনাশক্তির বৃদ্ধি হয় না। বিবেচনা সহকারে সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার বাসনা থাকিলে জ্ঞানোপার্জ্জনে যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। জ্ঞানালোক ব্যতিরেকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ হয় না।

নানা বিষয়ের অনুসন্ধান, দৃষ্ট অথবা শ্রুত বিষয় সকলের সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচনা করিয়া অসঙ্গত অংশের পরিত্যাগ ও সঙ্গত অংশের গ্রহণ, প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থের অধ্যয়ন এবং সেই সকল গ্রন্থের গুণ দোষ বিচার ইত্যাদি কার্য্যদ্বারা আমাদিগের জ্ঞানোপার্জ্জন হয়।

প্রতিনিয়ত সাধ্যানুরূপ জ্ঞানোপার্জ্জন কর জ্ঞানালোক দ্বারা অজ্ঞানান্ধকারের উচ্ছেদ চেষ্টা করা এবং শাস্ত্রালোচনা দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তির মার্জ্জনা করা, মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি হৃদয়ক্ষেত্রে জ্ঞানবীজ বপন না করে, তাহার হৃদয় অজ্ঞান দ্বারা একান্ত উপহত হয়। ক্ষেত্র অকৃষ্ট পতিত থাকিলে তাহাতে কণ্টকের অধিকতর প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

বিদ্যা না জন্মিলে মানুষের অন্তঃকরণের কঢ়তা ও অসভ্যতা দূরীকৃত হয় না। বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে সতত বিনীত দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ, অধিক ফল জন্মিলেই ফলভরে নত হইয়া থাকে। কিন্তু অল্পবিদ্যা উন্মাদের হেতু। অল্পবিদ্য ব্যক্তিরা বিনীত না হইয়া প্রত্যুত উদ্ধত হয়। বিদ্যা জন্মিলে চিত্তচাপল্য ও অবিমৃষ্যকারিতা দোষ দূরীকৃত হয়। তাহার কারণ এই বিদ্যা হইলেই আমাদিগের বিবেকশক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। অতএব আমরা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি না। যে ব্যক্তি পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া সমুদায় কার্য

সম্পাদন করে, তাহার চিত্তচাপল্য ও অবিমৃষ্য কারিতা দোষ থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

বিদ্যা বিবাদের নিমিত্ত নহে। আপনার ভ্রম প্রমাদ দূরীকৃত করা ও অন্যের ভ্রম প্রমাদ দূর করিবার চেষ্টা করা বিদ্যা শিক্ষার মুখ্য ফল। অনেকে মনে করেন অর্থের নিমিত্তই বিদ্যা শিখিতে হয়। কিন্তু সে তাঁহাদিগের বিষম ভ্রান্তি. বিদ্বানের অর্থলাভ আনুষঙ্গিক হইয়া উঠে।

শৈশবকাল শিক্ষার মুখ্য কাল; বাল্যকালে কালের গুণে আমাদিগের পরিশ্রম সহ্য হয় এবং তৎকালে অন্তঃকরণে অতিশয় উৎসাহ থাকে; অতএব সে সময়ে শিক্ষা বিষয়ে যত্ন থাকিলে আমরা অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারি।

যে ব্যক্তি শৈশব কালে শিক্ষায় উপেক্ষা করে, অধিক বয়সে তাহার শিক্ষায় প্রবৃত্তি জন্মিলে তাহার সুশিক্ষা হওয়া অতিশয় কঠিন হইয়া উঠে। আমাদিগের বয়োবৃদ্ধি হইলে বয়োধর্ম্মে স্বভাবতঃ আলস্য বৃদ্ধি হয়। অতএব বাল্যকাল আলস্যে অতিবাহিত করিয়া অধিক বয়সে শিক্ষার পরিশ্রম স্বীকার করা অত্যন্ত কষ্টের নিমিত্ত হয়।

চতুর্ব্বিংশ পাঠ।

ক্রীড়াকৌতুক।

আমরা যদি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করি, ক্ষণ কাল বিশ্রাম না করি, তাহা হইলে নিঃসংশয় আমাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়। অতএব মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করা আবশ্যক। কিন্তু বিশ্রাম কালে কুৎসিত ক্রীড়াকৌতুকে আসক্ত হওয়া বিধেয় নহে।

বিশ্রাম কালে ক্রীড়াকৌতুকে রত হইবার মুখ্য উদ্দেশ্য এই, অনবরত পরিশ্রম করিলে আমাদিগের মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না, কিন্তু পরিশ্রমের পর ক্রীড়াকৌতুকে নিবিষ্ট হইলে চিত্তের অতিশয় প্রফুল্লতা হয়। মন প্রফুল্ল হইলে আমরা উৎসাহ পূর্ব্বক পুনরায় পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু কুৎসিত ক্রীড়াকৌতুকে আবিষ্ট হইলেও অভীষ্ট সিদ্ধি না হইয়া প্রত্যুত অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়।

কুৎসিত ক্রীড়ায় আবিষ্ট হইলে কেবল যে, আমাদিগের চরিত্র দূষিত হইয়া যায় এমত নহে,

বুদ্ধিও ক্রমে ক্রমে হীনতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। অতএব যে ক্রীড়াকৌতুক দ্বারা আপনার অথবা অন্যের অনিষ্ট ও ক্লেশ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে, সর্ব্বপ্রযত্নে সে ক্রীড়াকৌতুক পরিত্যাগ করা উচিত।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কত বালক ক্রীড়াকালে শরলোষ্টাদি নিক্ষেপ প্রভৃতি অতি নিন্দনীয় ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয় এবং অত্যন্ত রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে ক্রীড়া করে। কিন্তু ঐ উভয়বিধ ব্যবহারই গর্হিত। যে সকল বালক ক্রীড়াকালে শরলোষ্টাদি নিক্ষেপ করে, তাহাদিগের হস্ত নিঃসৃত শরলোষ্টাদি দ্বারা অন্যের প্রাণ বিয়োগ হওয়া অসম্ভাবিত নহে। আর যে সকল বালক বুদ্ধির ও বিবেচনার অল্পতা প্রযুক্ত বৃষ্টিতে ভিজিয়া অথবা অত্যন্ত রৌদ্রে দৌড়িয়া ক্রীড়া করে, তাহাদিগের সংঘাতক পীড়া হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

কেহ এরূপ অনুমান করিবেন না, আমি বালকগণকে ক্রীড়াকৌতুকে পরাঙ্মুখ হইয়া বৃদ্ধের ন্যায় এক স্থানে উপবিষ্ট হইয়া নিরানন্দে কাল

যাপন করিতে উপদেশ দিতেছি। বালকেরা চঞ্চল ও ক্রীড়াকৌতুকে তৎপর হয়, ইহা আমার অনভিমত নহে। কিন্তু কি ক্রীড়ার সময়, কি অন্য সময়, কখনই ন্যায়াতীত আচরণ করা উচিত নয়। নিরন্তকাল মনোমধ্যে একটী ন্যায়ানুগত নিয়ম স্থির করিয়া রাখা উচিত। কস্মিন্ কালেও সে নিয়মের অতিক্রম করা বিধেয় নহে।

যে বালক কুৎসিত ক্রীড়ায় আসক্ত হয়, সে অন্য সময়ে সদাচার পরায়ণ হইলেও প্রশংসনীয় হয় না। আর যে বালক সর্ব্বদা দোষ সম্পর্কশূন্য ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদে রত হয়, তাহাকে সকলে প্রশংসা করে।

পঞ্চবিংশ পাঠ।

পক্ষপাতের বিচার।

যখন আমরা কোন বিষয়ের গুণদোষ বিচারে প্রবৃত্ত হই, তৎকালে যদি চিত্ত রাগদ্বেষাদিদূষিত হয়, তাহা হইলে আমরা কোন রূপেই সে বিষয়ের যথার্থ গুণদোষ বিচার করিতে পারি না। চিত্ত রাগদ্বেষাদি দূষিত হইলে বিবেচনা শক্তি

কলুষিত হইয়া যায়। তখন যে বিষয়ে বাস্তবিক দোষ নাই, সে বিষয়ও সদোষ বলিয়া বোধ হইতে থাকে; আর যাহাতে কিছুমাত্র গুণ নাই, তাহাও সদ্‌গুণ বলিয়া বোধ হয়।

যে বিষয়ে আমাদিগের স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ের গুণদোষ বিচার করিবার সময়ে একটী বিজাতীয় পক্ষপাত জন্মিয়া থাকে। সেই পক্ষপাতের প্রভাবে আমাদিগের আর সে বিষয়ের গুণদোষ পরীক্ষায় বিশিষ্টরূপ মনঃসংযোগ হয় না; সুতরাং আমরা তাহার দোষ দেখিতে পাই না।

পক্ষপাত দোষের এমনি চমৎকার প্রভাব, যে বিষয় আমাদিগের অভিমত হয়, তাহার গুণদোষ বিচার কালে তাহার অপকর্ষবোধক একটী যুক্তিও হৃদয়ঙ্গম হয় না, প্রত্যুত উৎকর্ষবোধক অনুকূল যুক্তিই নিরন্তর অন্তরে উদিত হইতে থাকে। ঐরূপ যে বিষয় আমাদিগের অনভিমত, তাহার গুণদোষ বিচার কালে অন্তঃকরণে একটী বিজাতীয় বিদ্বেষ বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তাহাতেই আমরা সে বিষয়ের গুণ বুঝিতে পারি না।

কখন কখন এরূপও ঘটনা হয়, যদি কোন ব্যক্তি কোন সৎ কর্ম্ম করে, আর সেই ব্যক্তির উপরে আমাদিগের বিদ্বেষ বুদ্ধি থাকে তাহা হইলে আমরা তৎকৃত কর্ম্মের গুণ গ্রহণে অসমর্থ হই। অতএব যখন কোন বিষয়ের গুণদোষ বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তখন রাগদ্বেষাদি-শূন্য হইয়া তদ্বিষয়ের বিচার করা কর্ত্তব্য, অন্যথা সে বিষয়ের গুণদোষের যথার্থ বিচার হইবার সম্ভাবনা নাই।

ষড়্বিংশ পাঠ।

অধ্যয়ন ও অধ্যয়ন নিয়ম।

অধ্যয়ন জ্ঞানোপার্জ্জনের এক উৎকৃষ্ট উপায়। অধ্যয়ন ভিন্ন অতীত কালের বৃত্তান্ত জ্ঞান হয় না। অতীত বৃত্তান্ত জ্ঞান ব্যতিরেকে বহুজ্ঞতা লাভ হয় না। অধ্যয়ন দ্বারা বাক্‌পটুতা, কার্য্য সম্পাদন ক্ষমতা ও সুখে কালহরণ হয়।

প্রথম, অধ্যয়ন দ্বারা আমাদিগের বাক্‌পটুতা জন্মে। যাঁহার বহুশাস্ত্রে দৃষ্টি থাকে, তিনি নানা বিষয় অবগত হন, অতএব তিনি কথোপকথন

কালে নানা বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া সকলকে মোহিত করিতে পারেন। কিন্তু প্রতিবাক্যেই শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। তাহা হইলে লোকে এই বোধ করিবে, ইনি আপনার বিদ্যাবত্তা দেখাইতেছেন।

দ্বিতীয়, অধ্যয়ন দ্বারা আমাদিগের কার্য্য সম্পাদনের সবিশেষ ক্ষমতা জন্মে। যে ব্যক্তি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাহার বহুদর্শিতা হয়। বহুদর্শিতা থাকিলেই লোক কার্য্য সম্পাদনে পটু হয়। অনধীয়ান বুদ্ধিমান্ লোকেরা কথঞ্চিৎ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হন বটে, কিন্তু অধীয়ান বুদ্ধিমান্ লোকেরা যেমন সুচারু রূপে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, অনধীয়ান বুদ্ধিমানেরা সেরূপ পারেন না।

তৃতীয়, অধ্যয়নের আমোদে সুখে কাল হরণ হয়। যখন আমাদিগের বন্ধু বান্ধব নিকটে না থাকেন, তখন আমরা অধ্যয়নের আমোদেই সুখে কাল হরণ করিতে সমর্থ হই।

অনেকে যেমন, সভাজয় করিয়া প্রতিপত্তি-লাভ করিব মনে করিয়া অধ্যয়নে রত হয়, সে-

রূপ অভিপ্রায়ে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে। সভাস্থলে বৃথা বিতণ্ডা দ্বারা বাদীকে অপদস্থ ও অপ্রতিভ করা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য নহে। জ্ঞানোপার্জ্জন করাই উদ্দেশ্য। অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন হয় যথার্থ বটে, কিন্তু না বুঝিয়া কতগুলা পড়িয়া গেলেই জ্ঞান জন্মে না। যখন যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করা যায়, ভালরূপে তাহার অর্থ, ভাব এবং তাৎপর্য্য গ্রহ করা আবশ্যক, আর সেই পঠনীয় গ্রন্থের গুণদোষ বিবেচনায় যত্নবান্ হওয়া উচিত।

নূতন পাঠ পড়িবার সময়ে পূর্ব্বপাঠ বিস্মৃত হইলে পড়া মিথ্যা হয়। যখন যাহা পড়িবে, স্মরণ করিয়া রাখিবে। বিশিষ্ট মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে কোন বিষয় কখন মনে থাকে না। মনে না থাকিলেও পড়া শুনা করা বৃথা হয়।

রাশীকৃত পুস্তক পাঠ করিলেই লোক বিদ্বান্ হয় না। ভাল করিয়া পড়িলে অল্প পাঠেও বিদ্যা জন্মে। যে ছাত্র সুবুদ্ধি হয়, সে যখন যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, তাহা অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকে। গ্রন্থের মধ্যগত একটী বাক্য অ

থবা একটী পদ তাহার অবোধ থাকে না। সে পঠিত গ্রন্থের আদ্যোপান্তের তাৎপর্য্য বলিতে পারে এবং সে যখন যে বিষয় পাঠ অথবা শ্রবণ করে, তাহার সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচনা না করিয়া একটী বাক্যও গ্রহণ করে না। যে ছাত্র কোন অদ্ভুত অথবা অসঙ্গত বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহা সত্য ও সুসঙ্গত বোধ করে, তাহার পড়া শুনা করা মিথ্যা। মূর্খেরাই অদ্ভুত অথবা অসঙ্গত বিষয় সত্য ও সঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া থাকে। পণ্ডিতেও যদি সেইরূপ করেন, তাহা হইলে পণ্ডিতে ও মূর্খে কিছু প্রভেদ থাকে না। তোমরা যখন যে বিষয় গ্রন্থে পাঠ অথবা লোক মুখে শ্রবণ করিবে, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, সম্ভাবিত কি অসম্ভাবিত অগ্রে বিবেচনা কর, পশ্চাৎ গ্রাহ্য করিও।

অধ্যয়নের সঙ্গে রচনা ও বাক্‌পটুতা অভ্যাস করা উচিত। রচনা শক্তি না জন্মিলে আপনার অভিপ্রেত বিষয় লিখিয়া সাধারণের গোচর করিবার ক্ষমতা জন্মে না। তুমি যে বিষয় ভ্রম প্রমাদ রহিত ও লোকহিতকর বলিয়া বুঝিয়াছ,

তাহা যদি সকলের গোচর করিতে না পার তাহা হইলে তোমার পড়া শুনা বৃথা হইবে। অপর, অধ্যয়ন কালে কথোপকথনের অভ্যাস না করিলে বাক্‌পটুতা জন্মে না।

সপ্তবিংশ পাঠ।

দোষৈক দর্শিতা।

লোক রোগ শোক অথবা দুর্দ্দৈব বশতঃ কিম্বা দারিদ্র্য প্রযুক্ত সতত কষ্ট পাইলেই অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু এই ভূমণ্ডলে এরূপ কতগুলি লোক আছে, তাহাদিগের রোগ, শোক অথবা দারিদ্র্য নিবন্ধন কষ্ট নাই, অথচ তাহাদিগকে সদা অসন্তুষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের ঐ স্বভাব অভ্যাস দোষে ঘটিয়া উঠে। তাহারা যখন যে বস্তু অথবা যে ব্যক্তিকে দর্শন করে, ভাল দৃষ্টিতে দেখে না, দোষদৃষ্টিতে দর্শন করে, তাহাতেই তাহাদিগের ঐ প্রকার কদর্য্য স্বভাব হইয়া যায়।

যাহারা সতত সকল বিষয়ের দোষানুসন্ধান করিয়া থাকে, তাহারা যে অবস্থায় অবস্থিত হউক সেই অবস্থারই দোষ তাহাদিগের দৃষ্টিপথে অব-

জীর্ণ হয়, সুতরাং তাহারা সদা অসুখী হয়। আর যাহাদিগের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্তি নাই, তাহারা সকল অবস্থাতেই সুখী হয়।

যাহার দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্তি নাই, সে যে ব্যক্তির সহবাসে নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করে দোষানুসন্ধানকারী সেই ব্যক্তির সহিত বাস করিয়া অসুখিত হয়। সহস্র সহস্র লোক যে গ্রন্থের রচনাপালিত্য ভাববিশুদ্ধি ও অর্থের ঔদার্য্যের ভূরি প্রশংসা করেন, সেই গ্রন্থ দোষৈকদর্শীর সমক্ষে উপস্থিত হইলে সে তাহার সহস্র দোষ দেখিতে পায়। ফলতঃ সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ বস্তু অথবা নির্দ্দোষ ব্যক্তি এই জগতে নাই। দোষানুসন্ধান করিলে সকলেরই দোষ বাহির করা যাইতে পারে। যে বিষয় বহু অংশে উৎকৃষ্ট, তাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। আর যে বিষয়ের বহু অংশে দোষ আছে, তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু যাহাদিগের দোষদর্শন স্বভাব, তাহারা বস্তুর কেবল অধম অংশ দর্শন করে, উত্তম অংশ দর্শন করে না, তাহাতেই তাহাদিগের অসুখ বৃদ্ধি হয়।

যে সকল ব্যক্তির ঐ প্রকার স্বভাব, তাহারা নিজে অসুখী হয় এবং অন্যকেও অসুখিত করে, তাহারা দোষের কথা উল্লেখ করিয়া অনেককে মর্ম্মান্তিক বেদনা দেয়। যাহাদিগের দোষের কথা উল্লিখিত হয়, তাহারাই যে, কেবল কুপিত হয় এমন নয়, ভদ্র লোক মাত্রে তাহাতে ক্রুদ্ধ হন।

দোষৈকদর্শীরা অন্যকে যেমন বিরক্ত করে, আপনারাও তেমনি অনুক্ষণ বিরক্ত হয়। শয়ন, ভোজন, গমন, উপবেশন প্রভৃতি কোন কার্য্যেই তাহারা সচ্ছন্দচিত্ত হয় না। নির্দ্দোষ শয্যারও যৎকিঞ্চিৎ দোষ কথঞ্চিৎ তাহাদিগের বোধ গম্য হইলে তাহারা সেই দোষের কথা স্মরণ করিয়া সমস্ত রাত্রি অসুখিত হইতে থাকে।

অন্যে যে ভোজ্য দ্রব্য সুরস ও উপাদেয় বোধ করিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করে, দোষৈকদর্শীরা সেই দ্রব্যের আংশিক দোষ দর্শন করিয়া ভোজনকালে অতিশয় অসন্তুষ্ট হয়। পথ যদি কিঞ্চিৎ অপরিষ্কৃত অথবা জনাকীর্ণ হয়, তাহা হইলে চলিবার সময়ে তাহাদিগের অসুখের সীমা থাকে না।

মানুষের স্বাভাবিক যে সকল দোষ আছে, মানুষ একবারে তৎপরিত্যাগে সমর্থ হয় না, বহু প্রয়াস পাইলে তাহা কথঞ্চিৎ দমন করিয়া রাখিতে পারে। অতএব মানুষ যখন সেই দুষ্পরিহার্য্য স্বাভাবিক দোষের নিমিত্ত এত অনাদৃত হয়, তখন যে, দোষৈকদর্শীরা ঘৃণিত হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দোষৈকদর্শিতা দোষ মনুষ্যের স্বাভাবিক দোষ নহে। কেবল অভ্যাস দোষে ঘটিয়া থাকে। আমরা যখন যে পদার্থ দর্শন করি, তাহার কেবল দোষানুসন্ধানের চেষ্টা না করিয়া যদি তাহার গুণবদংশ দর্শন করি, তাহা হইলে আর আমাদিগের ঐ কদর্য্য অভ্যাস হইয়া উঠে না। আমরা কেবল নিজ বুদ্ধির দোষে ঐ কদর্য্য অভ্যাস করিয়া অনর্থক কষ্ট পাইয়া থাকি। অতএব যাহার ঐ দোষ আছে, তাহার তৎপরিত্যাগে যত্নবান্ হওয়া উচিত। অন্যথা তাহাকে সকলের ঘৃণিত হইয়া চির অসুখী হইতে হয়।

অষ্টাবিংশ পাঠ।

যশোলাভ বাসনা।

যশোলাভ বাসনা মানুষের মনে যে প্রকার বদ্ধমূল দৃষ্ট হয়, বোধ হয়, অন্য কোন বাসনা সেরূপ বদ্ধমূল নহে। ঐ বাসনাকে বুদ্ধিবৃত্তি ও ন্যায়পরতা গুণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখা যেমন কঠিন, অন্য কোন বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখা তেমন কঠিন নয়। কিন্তু ঐ বাসনা ন্যায়-পরতা গুণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে তদ্দ্বারা জগ-তের বহুতর ইষ্ট সাধিত হয়। অধিকাংশ লোকেই যশোলাভ বাসনা পরবশ হইয়া অশেষবিধ সৎ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থকে।

যাহাদিগের চিত্ত অবশীভূত, তাহারা যশো-লাভ বাসনাকে স্ববশে রাখিতে পারে না; সুত-রাং তাহাদিগের হইতে জগতের সম্যক্ ইষ্ট লাভ হয় না। কতগুলি লোকের এরূপ স্বভাব আছে, তাহারা যাবতীয় বিষয়েই খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, এবং অন্যকে আপনাদিগের অপেক্ষা অধিকতর সুখ্যাত দেখিলে ক্ষুব্ধ হয়।

যাহাদিগের ঐ প্রকার স্বভাব, তাহাদিগকে প্রতিক্ষণে মনের ক্লেশ পাইতে হয়। এই জগতে এমন লোক কেহই নাই যে, সকল বিষয়ে সকলের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী হইতে পারে। সকলের সকল বিষয়ে ক্ষমতা থাকে না। যাহার যে বিষয়ে অধিকতর ক্ষমতা থাকে, সে সেই বিষয়েই প্রশংসনীয় হয়। অতএব যে সকল ব্যক্তি যাবতীয় বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদিগের সেই অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষা কখন পূর্ণ হয় না। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলেই সদা মনে ক্ষোভ জন্মে।

অনেকে যশোলাভ বাসনাপরবশ হইয়া অন্যকে অতিক্রম করিতে গিয়া অকৃতার্থ হইলে শেষ হিংসা ধর্ম্মে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সেরূপ করা বিজ্ঞের কর্ম্ম নহে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিদ্বেষ শূন্য হইয়া প্রতিযোগীর বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা প্রভৃতির যথার্থ গৌরব করেন। তাঁহারা অন্যকে আপনাদিগের অপেক্ষা অধিকতর বিদ্যাবান্, বুদ্ধিমান্, ও ক্ষমতাবান দেখিয়া কখন ভগ্নোৎ-

সাহ হন না। তাঁহারা এই বিবেচনা করেন, জগদীশ্বর যাহাকে যেমন ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহার সেই ক্ষমতানুরূপ প্রতিষ্ঠালাভ কোন ক্রমে অন্যায্য নহে। তদ্দর্শনে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাহার অহিত চেষ্টা করা অথবা আপনি ভগ্নোৎসাহ হওয়া বিধেয় নয়।

ঊনত্রিংশ পাঠ।

অকারণ দুঃখ।

মানুষের মনে নিরন্তর নানাবিধ মনোরথ উদিত হয়। সকল সময়ে সকল পূর্ণ হয় না। তন্নিমিত্ত মানুষ যত ক্লেশ পাইয়া থাকে, রোগ শোকাদি হইতে তত ক্লেশ প্রাপ্ত হয় না। সংসার আশ্রমে থাকিতে গেলে আমাদিগকে পুত্র মিত্রাদি বিয়োগ জন্য শোকে কখন কখন কাতর হইতে হয় বটে, কিন্তু নিরন্তকাল আমাদিগকে সেই শোক জন্য দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। শোকের স্বভাব এই প্রথম প্রথম শোক বেগ ধারণ করা যেমন কঠিন হয়, শেষে সেরূপ হয় না। দিন দিন শোক বেগ সহ্য হইয়া আইসে। আর আ

দিগের শরীরে যে রোগ জন্মিয়া থাকে, তাহাও চিরকালিক নহে। কদাচিৎ আমাদিগের রোগ জন্মিলে দীর্ঘকাল তজ্জন্য দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। হয় অল্পকাল মধ্যে আমাদিগের পীড়ার শান্তি হয়, নতুবা আমরা জীবন পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সমুদায় কষ্ট হইতে মুক্ত হই। আর, যে সকল ব্যক্তি দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করে, তাহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। ফলতঃ মানুষের অনুক্ষণ কৃত নানা বিষয়ের মনোরথ পূর্ণ না হওয়াতে অনর্থক যত ক্লেশ হয়, রোগ শোক হইতে তত হয় না।

বালকেরা যেরূপ অনুক্ষণ নানা বিষয়ের মনোরথ করে, সমুদায় পূর্ণ না হইলে অকারণ দুঃখ পায়, সেইরূপ আমরাও অনুক্ষণ নানা বিষয়ের মনোরথ করিয়া সমুদায় পূর্ণ করিতে না পারিয়া কষ্ট পাইয়া থাকি। কিন্তু সেরূপ না করিয়া যদি এক বিষয়ে অধ্যবসায় সম্পন্ন হই, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহ কৃতকার্য্য হইতে পারি।

যদি তোমার ধনবান্ হইবার বাসনা থাকে,

ধৈর্য্যশালী হইয়া দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা সহকারে পরিশ্রম কর, এবং আয় ব্যয় বিষয়ে একপে মনোনিবেশ কর যেন একটী পয়সাও বৃথা নষ্ট না হয়, তাহা হইলেই তুমি নিঃসংশয় ধনী হইতে পারিবে। অনেক সামান্য মনুষ্যও ঐ নিয়মে অনুসরণ করিয়া অতি সামান্য মূলধন অবলম্ব করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছে আর, যদি তোমার বিদ্যা উপার্জ্জন করিবার বাসনা থাকে, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া অধ্যয়নে রত হও এবং নির্জ্জন প্রদেশে বসিয়া দীর্ঘকাল শাস্ত্রের অনুশীলন ও চিন্তা কর, বিদ্বান্ হইবে।

যখন সচরাচর দেখা যাইতেছে এক বিষয়ে অধ্যবসায় সম্পন্ন হইলেই লোক কৃতকার্য্য হইতে পারে, তখন তুমি নানা বিষয়ে আশা করিয়া হতাশ হইয়া অকারণ কষ্ট পাইতেছ কেন। বিজ্ঞ ব্যক্তির অন্তঃকরণ কখন নানা বিষয়ে ধাবমান হয় না। তিনি এক বিষয়েই অন্তঃকরণকে স্থির করিয়া রাখেন।

সম্পূর্ণ।